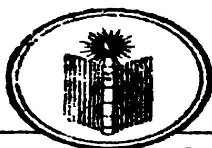
আগন্তুক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম মুদ্রণ
১৩৬৫

এক টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ

প্রচ্ছদ শিল্পী : রবীন দত্ত

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীগৌরচন্দ্র ভুক্ত কর্তৃক মহাবাণী প্রেস, ১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য

সুহৃদ্বরেষু

লোক সংস্কৃতি সংঘের প্রযোজনায় রঙমহলে
"আগন্তুক" প্রথম অভিনীত হয়।

প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপি

মাধব	...	প্রমোদ চৌধুরী
কুণাল	...	চিত্ত ঘোষাল
ইরা	...	লীলা দেবী
বৃন্দাবন	...	সতী মিত্র
হরিবল্লভ	...	হীরেন ভট্টাচার্য
পূর্ণেন্দু	...	অজয় নাগ
খাঁদু	...	শ্যামাচরণ দত্ত
হেবো	...	সুশীল দত্ত
ইন্সপেক্টর	....	রজত মল্লিক
কনস্টেবল	...	পান্না বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা :—প্রমোদ চৌধুরী

আগন্তুক

॥ **প্রথম দৃশ্য** ॥

[সাধারণ কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালির বসবার ঘর। অর্থাৎ এক কোনে সুজনি বিছানো একটি তক্তপোষ, একটি ময়লা ইজিচেয়ার, পুরোনে বার্নিশ-ওঠা টেবিলের পাশে খান দুই চেয়ার। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার, একখানি রবীন্দ্রনাথের ছবি। সময় সকাল বেলা আটটা সাড়ে আটটা হবে। একখানা খবরের কাগজ হাতে করে মাধববাবু ঢুকলেন। তক্তপোষে বসলেন, খুললেন কাগজখানা। তারপর একজায়গায় চোখ পড়তেই]

মাধব

(উত্তেজিত) এই যে বেরিয়েছে! ফাস্ট প্রাইজ ৩, ২, ১—উহুঁ, অত আশা নেই। ও সব বিড়লা-টিড়লাদের জন্য—আমাদের বরাতে শিকে ছিঁড়বে না। এই যে সেকেণ্ড প্রাইজ—পাঁচশো টাকা করে—অ্যাঁ! (আরো উত্তেজিত) ১-২-৭-ইস্, ফস্কে গেল! ৭-৮-উঃ, আটটা যদি পাঁচ হয়ে যেত! (কাগজটার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে) নাঃ, ওটা আটই বটে, পাঁচ কখনোই নয়! (কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিলেন) টাকা বড়লোকের জন্য। যার খিদে নেই, ক্ষীরের বাটি তার পাতেই গিয়েই পৌঁছোয় চিরকাল। আর আমরা—(আর বলতে পারলেন না। উঠে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন) দুত্তোর, দুনিয়াটাই নেমকহারাম। তেলা মাথাতেই তেল পড়বে কেবল। কালই হয়ত দেখব দিল্লী

কিম্বা বোম্বাই-এর কোন এক কোটিপতি ডার্বি সুইপ মেরে দিয়েছে। আর আমাদের কপালে জন্মের সময়ই বিধাতা একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এঁকে দিয়েছেন—খালি পেটে কিল মেরে বসে থাকো। (একবার থামলেন, কী ভাবলেন, কাগজটার দিকে তাকালেন) ঠিক দেখেছি তো ? ওটা পাঁচও তো হতে পারে ! (কাগজ তুলে নিলেন) অনেক সময় ছাপার কালি পড়ে গিয়ে পাঁচকে আটের মতোও দেখায়। (কাগজ খুললেন) দেখি, ভালো করে দেখি ! (মন দিয়ে দেখে দেখে সজোরে মাথা নাড়লেন) নাঃ—ঠিক আট। একেবারে পরিষ্কার জ্বলজ্বল করছে। উপরে এক শূন্য, নীচে আর এক শূন্য—একেবারে আমার ইহকাল পরকাল জুড়ে বসে আছে। ধুত্তোর—(সজোরে কাগজটাকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন) বিধাতার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ! কিচ্ছু করার জো নেই !

[সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে ঢুকল। রোগা, সুশ্রী, পরণে আধময়লা ডুরে শাড়ী। মধ্যবিত্ত পরিবারের অযত্নে মানুষ হওয়া চেহারা। বোঝা যায় আর একটু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারলে ওকে সুন্দরী বলা চলত। কাগজটা হাতে করেই মেয়েটি এসেছে। নাম ইরা, মাধববাবুর মাতৃহীনা ছোট মেয়ে।]

ইরা

কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিলে কেন বাবা ? কী হয়েছে ?

মাধব

কিছুই হয়নি—কিছুই হয়নি।

ইরা

কিছুই হয়নি ত ছুড়ে ফেললে কেন ? (ভাঁজ করে টেবিলের ওপর কাগজটা রাখল)

মাধব

কিছু একটা হওয়াতে চাই বলে। ঘটুক—অবান্তর, অসম্ভব যা হয় ঘটুক। ম্যাজিক্-মিরাক্‌ল্-অবিশ্বাস্য—একটা কিছু ঘটে যাক। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেন দেখি, আমার সব দেনা শোধ হয়ে গেছে, ব্যাঙ্কে দু'লাখ টাকা জমা পড়েছে, মনের মত একটি সৎ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে পেরেছি—

ইরা

(বাধা দিয়ে) সকালবেলাতেই কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ বাবা! মিব্যাক্‌ল্ এ যুগে তো ঘটে না।

মাধব

ঘটে, ঘটে। কেউ জানে না কখন কী হয়ে যেতে পারে! আর যদি না-ও ঘটে, অন্তত একবার ঘটলে ক্ষতি কী!

ইরা

আচ্ছা যখন ঘটবে, তখন দেখা যাবে। এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। তুমি বাজারে যাবে না একবার ?

মাধব

হ্যাঁ, যেতে হবে বৈ কি! পুঁইডাঁটা কুঁচো চিংড়ির খদ্দেরও তো দু একজন চাই। (তিক্তভাবে হাসলেন) তুই আমার বাজারের থলেটা এনে দে—(মেয়েটি যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, মাধব ডাকলেন) মা ইরা—(ইরা ফিরে তাকাল) এক কাপ চা যদি—

ইরা

দিচ্ছি এনে। কিন্তু তুমি পাগলামো ছেড়ে একটু চুপ করে বসো দিকি। [ইরা ভেতরে চলে গেল। মাধব তক্তপোষে বসলেন।]

মাধব

উঃ!—বিধাতাপুরুষ! সে লোকটাকে একবার হাতের কাছে পেলে, তার মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি! পাঁচ নয় আট! উপরে নীচে একজোড়া শূন্যি! আমার ইহকাল পরকাল জুড়ে বসে আছে! ইম্‌পসিব্‌ল!

[কুঁজো ঝানু চেহারা একটি লোক ঢুকলেন। বৃন্দাবন ঘোষ এর নাম। বয়েস মাধববাবুর মতোই। বেশ শৌখিন। গায়ে গরদের চায়না কোট। দু হাতে গোটা আষ্টেক আংটি। হাতে ছড়ি। চোখে সোনার চশমা]

বৃন্দাবন

এই সে মাধববাবু! বসে বসে কী বিড়বিড় করছেন মশাই?

মাধব

(চম্‌কে তাকালেন) যাক এসে গেছেন? (গলায় তিক্ততা ফুটে বেরুল)

বৃন্দাবন

(গলার স্বরে আরও ব্যঙ্গ মিশিয়ে) না এসে কী করি বলুন। আপনার পায়ের ধূলো তো আর গরিবের কুটীরে পড়বে না! কাজেই পর্বতের কাছেই মহম্মদকে আনতে হল। (একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন)

মাধব

কী অনুগ্রহ! কিন্তু কথাটা কি জানেন বৃন্দাবন বাবু, আপনার পাঁচতলার কুটীর থেকে, আমার এই একতলার রাজপ্রাসাদে এসে আপনারও যে খুব সুবিধে হবে, তা নয়।

বৃন্দাবন

মানে? টাকা আপনি দেবেন না?

মাধব

টাকা আমার নেই। থাকলে দিতুম।

বৃন্দাবন

তা হ'লে আমি নালিশ করতে পারি?

মাধব

স্বচ্ছন্দে। Ex-parte Decree করে নিন। যা আছে ক্রোক্ করুন।

বৃন্দাবন

ক্রোক করব! একখানা তক্তপোশ আর দুখানা ভাঙা থালা! তাতে কটা টাকা উঠবে আমার!

মাধব

আমাকে জেলেও দিতে পারেন।

বৃন্দাবন

আপনাকে জেলে দিয়েই বা কী হবে আমার! টাকা তো তাতে উশুল হবে না।

মাধব

গায়ের জ্বালা অন্তত মিটতে পারে। তা ছাড়া লাভ আপনার না থাকলেও আমার আছে। সিভিল জেলে পাঠালে আপনার খরচায় আমি বসে বসে খেয়ে বাঁচব মশাই, পেটের ধান্দায় দৌড়ে বেড়াতে হবে না।

বৃন্দাবন

(চটে) বাজে কথা রেখে দিন মশাই। আপনাকে দেখে শুনে তো ভিজে বেড়াল ভালো মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পেটে পেটে যে এত তাতো ভাবতে পারিনি।

বৃন্দাবন

(একটু লজ্জিত হয়ে) কী যে বলেন তার ঠিক নেই। মেয়েটি কিন্তু আপনার খাসা। বেশ লক্ষ্মীশ্রী আছে।

মাধব

লক্ষ্মী আজকাল কেউ চায় না মশাই। তাঁর ঝাঁপির ওপর যে লক্ষ্মী প্যাঁচাটি থাকে, তারই দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই।

বৃন্দাবন

আপনার কথাবার্তাই কেমন বেয়াড়া হয়ে গেছে আজকাল। আচ্ছা. আমি এখন উঠি। টাকার কথাটা কিন্তু একটু মনে রাখবেন দয়া করে।

মাধব

বলেছি তো, আপনার টাকা না দিয়ে, আমি মরতে পর্যন্ত পারব না। (বৃন্দাবন যেতে উদ্যত) এক মিনিট দাঁড়ান। ৩-২-১ কি আপনার ?

বৃন্দাবন

(বিস্মিত) ৩-২-১ ! সেকি ?

মাধব

—তাহলে ১-২-৭-৮, মানে 1-2-7-8 ?

বৃন্দাবন

অ-হ, টেলিফোন নাম্বারের কথা বলছেন ? আমার হ'ল গিয়ে—

মাধব

(বাধা দিয়ে)—না—না, টেলিফোন নম্বর নয়। লটারির টিকিট। (উত্তেজিত হয়ে) নিশ্চয় পেয়েছেন আপনি। আপনার মতো লোকেরাই পায়। বলুন পেয়েছেন কিনা ? (কাছে এগিয়ে গিয়ে) বলুন—

বৃন্দাবন

কী বকছেন আপনি মাধববাবু? লক্ষণ তো ভালো নয়! মাথার চিকিৎসা করান মশাই, মাথার চিকিৎসা করান। (বেরিয়ে গেলেন)

মাধব

(ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন) 1-2-7-8! কিছু বলা যায় না। হয়ত কালই কাগজে বেরুবে—ভুলে ৫-এর জায়গায় ৮ ছাপা হয়েছিল। টেলিফোন একটা করে দেখব নাকি কাগজে?

[বাইরের দরজার সামনে সুদর্শন একটি তরুণ এসে দাঁড়ালো। গায়ে লং কোট, পরণে পা-জামা। হাতে একটি ট্র্যাভ্‌লিং কিড্‌। চুলগুলো এলোমেলো—চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক।]

মাধব

কী চাই?

তরুণ

(যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে আছে, ঠিক এমনি গলায়) কী যে ঠিক চাই তা নিজেও জানি না।

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না—

মাধব

(অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে) কে হে বাপু তুমি? আমি মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি কাব্যি করবার আর জায়গা পেলে না?

তরুণ

কাব্য করবার জায়গা পৃথিবীতেই কোথাও নেই। আপনি না হয় একটু দিলেনই। আপনার এই তক্তপোষে আমি কি কিছুক্ষণ বসতে পারি?

মাধব

না—পারো না। যে পথে এসেছিলে, সেই পথেই বেরিয়ে পড়ো।

তরুণ

যাব?

মাধব

হাঁ, অনুমতি তুমি পেয়েছ। আর যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাও। তুমি কখনো লটারীর টিকিট কিনেছ?

তরুণ

(হা-হা করে হেসে উঠে) জীবনটাই ত লটারীর টিকিট। কেউ আশায় কাটিয়ে দেয়, কেউবা একেবারেই বাজী মেরে দেয়। এই আমার কথাই ধরুন না। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে হঠাৎ একটা হীরের খনির সন্ধান আমি পেয়ে গেলাম কি করে?

মাধব

মাধব

(চমকে) হীরের খনি! ছোটনাগপুরের পাহাড়ে!

তরুণ

হাঁ—পদ্মরাগ, চুনী, পান্না, চন্দ্রকান্ত মণি। তাকানো যায় না—চোখ ঝলসে যায়। শুধু তুলে আনবার অপেক্ষা। সারা বাংলাদেশের অভাব তা দিয়ে দূর

করা যায়, সমস্ত মানুষকে পেট ভরে খেতে দেওয়া যায়, ঘরে ঘরে যত দুঃখিনী মা আছে সকলের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া যায়। আনবো—আমিই তা তুলে আনবো। মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আচ্ছা চলি—(যেতে উদ্যত)

মাধব

না না যেও না, দাঁড়াও—একটু দাঁড়িযে যাও। হীরের খনির সন্ধান তুমি পেয়েছ বুঝি ?

তরুণ

পেয়েছি। একমাত্র আমিই পেয়েছি। কিন্তু (হঠাৎ চমকে উঠে) ছিঃ—ছিঃ—বলে ফেললুম ? যাই—আমি যাই—

মাধব

(বাধা দিয়ে) আহা বোসো—বোসো। আমার তক্তপোষে বসতে চাইছিলে—বোসোই না একটু ! তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

তরুণ

বলুন—চটপট বলে ফেলুন।

মাধব

শোনো—তুমি তো হীরের খনির মালিক ? সত্যি বলছ তো ?

তরুণ

(চোখ জ্বলে উঠল) জীবনে আমি কখনো মিথ্যে বলিনি। আর যে আমাকে মিথ্যেবাদী বলে, আমি তার মাথাটা তৎক্ষণাৎ গুঁড়িয়ে দিই।

মাধব

সর্বনাশ। না—না বাবা রাগ কোরো না! দেখছই তো, আমি বুড়ো মানুষ! আমি বলছিলুম কি --(একটু কাশলেন) এই ইয়ে—আমাকে একখানা হীরে দিতে পারো তুমি? বেশি নয়—মাত্র একখানা? লটারীর টিকিট কিনে কিনে প্রায় পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু ভাগ্য একবারও তাকালো না আমার দিকে। একখানা হীরে তুমি আমাকে দেবে?

তরুণ

কারো একার দুঃখের কথা ভাববার সময় আমার নেই। সারা দেশের কান্না আমি শুনেছি। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। অন্যায় অনুরোধ আমায় করবেন না—আমি চললুম। (যেতে উদ্যত)

মাধব

আহা শোনো—একটা কথা শোনোই না। দেশের আমিও তো একজন। দেনায় ডুবে আছি, বড় মেয়ের বিয়ে দিতে মাথার চুল পর্যন্ত বন্ধক পড়েছে—

তরুণ

তবু তো আপনার মাথার ওপর ছাদ আছে, তবু আপনি দুমুঠো খেতে পাচ্ছেন। আর ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কথা ভেবেছেন একবার? ভাবেননি। নিজেকে ছাড়া কাউকে দেখতে পান না আপনারা। কেউ দেখতে পায় না। আমি যাই—(যেতে চাইল, এর মধ্যে ঘরে এল ইরা। আগন্তুক তার দিকে তাকাল)

ইরা

আর কখন বাজারে যাবে বাবা? বেলা যে নটা—(বলতে বলতে আগন্তুকের দিকে তার চোখ পড়ল) এ কে! কুণালদা না?

[আগন্তুক ও মাধব দুজনেই চমকে উঠলো]

মাধব

কুণালদা ! কে কুণালদা ?

ইরা

বাঃ---তুমি ভুলে গেলে ? এই তো কুণালদা। সেই চার পাঁচ বছর আগে যখন আমরা পাটনায় থাকতুম, তখন আমাদের রাস্তার ওপারেই তো ওঁদের বাড়ী বাড়ী ছিল। কুণালদা কত আসতেন যেতেন, কত অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাকে। তোমার মনে নেই ? আর কুণালদা---তুমিও আমাকে ভুলে গেলে ?

আগন্তুক

(আস্তে আস্তে) ইরা !

মাধব

তাই তো---কুণালই বটে ! ঠিক মনে পড়েছে। তাই তখন থেকে ভাবছিলুম, কোথায় যেন তোমায় দেখেছি। আরে বোসো—বোসো, তুমি তো ঘরের ছেলে !

কুণাল

আপনি মাধব কাকা ! (পায়ের ধুলো নিয়ে) ঠিক চিনতে পারিনি। এত বুড়িয়ে গেছেন !

মাধব

বুড়িয়ে যাওয়ার দোষ কী বাবা ? সামান্য মাইনের চাকরী। ধার দেনা করে' বড় ঘরে নীরার বিয়ে দিলুম—নীরাকে মনে আছে তো ? অথচ মেয়েটা সুখী হ'ল না। চামারের ঘরে পড়েছে বুঝেছ, চামারের ঘরে ! যাক সে সব পরে হবে। এখন বোসো, চা খাও।

কুণাল

হাঁ, একটু চা পেলে ভালোই হয়। ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছি। একটা হোটেলে যাব ভাবছিলুম। পথে কী করে যে আপনার ঘরে ঢুকে পড়লুম নিজেও বুঝতে পারছি না!

ইরা

তাই বুঝি? বেশ মজা হয়েছে তো। বোসো, আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি। (ইরা চলে গেল)

মাধব

বোসো—বোসো—দাঁড়িয়ে কেন? (কুণাল বসল) তা তোমাদের বাড়ীর খবর কী? সবাই ভালো আছেন?

কুণাল

হাঁ, সবাই ভালো আছেন

মাধব

তোমার বাবা প্র্যাক্টিস করছেন এখনো?

কুণাল

করছেন বৈকি! সমানে মক্কেলদের গলা কাটছেন।

মাধব

ছি—ছি—কী যে বলো! তোমার বাবার কত সুনাম ওখানে। সে যাক, তোমার ব্যাপার কী? তুমি তো এম, এস্-সি পাশ করেছিলে। তা হীরে টিরের সন্ধান হঠাৎ পেলে কী করে?

কুণাল

সে এক আশ্চর্য ব্যাপার কাকা। জিয়োলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করছিলুম। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক দুর্গম জায়গায় হঠাৎ দেখি এক হীরের খনি। চুনী—পান্না—পদ্মরাগ—চন্দ্রকান্তমণি—(বলতে বলতে দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো) তাকানো যায় না—চোখ ঝলসে যায়। সারা ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করা যায় এত ঐশ্বর্য ! (ঘরে পায়চারী আরম্ভ করল অস্থিরভাবে—মাধব তাকিয়ে রইলেন মন্ত্রের মতো—কুণাল তাঁর কাছে চলে এল, গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল) কাউকে বলিনি—কাউকে সন্ধান দিইনি। গবর্ণমেণ্ট জানতে পারলে অমনি কেড়ে নেবে। তাই কলকাতায় এসেছি উপযুক্ত লোকের খোঁজে। তার সাহায্য নিয়ে হীরে তুলে আনব, বিশ্বাসী লোক দিয়ে কাটাবার ব্যবস্থা করব, তারপর—(হঠাৎ চমকে) দাঁড়ান—দাঁড়ান ! দেখুন তো বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা ! কেউ শুনতে পেলো কিনা !

[মাধব উঠে গিয়ে দেখলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন]

মাধব

না-না কেউ নেই। (একটু থেমে) আচ্ছা কুণাল, তোমার বিশ্বাসী লোক চাই তো ? আমি—আমি কি সাহায্য করতে পারি না তোমাকে ?

[দরজার কড়া নড়ে উঠলো]

কুণাল

কে—কে ?

মাধব

দেখছি, আমি দেখছি (উঠে দরজা খুললেন।)

[দুটি ছোকরা প্রবেশ করল। আঠারো উনিশ বছরের মতো বয়েস, একজনের পা-জামা পাঞ্জাবী, অপরের ট্রাউজার বুশশার্ট]

মাধব

কী চাই ?

খান্তু

চাঁদার জন্য এলুম স্যার

মাধব

চাঁদা ? এখন কিসের চাঁদা ? সেদিনও তো ৬ টাকা নিয়ে গেলে সরস্বতীপূজোর জন্যে।

হেবো

সরস্বতী পূজো তো কবে মিটে গেছে স্যার। আমরা এখন এসেছি ঘণ্টাকর্ণ পূজোর চাঁদা চাইতে।

মাধব

ঘণ্টাকর্ণ !

হেবো

ভারী জাগ্রত দেবতা স্যার—যাকে বলে কাঁচাখেকো। দুটো একটা বসন্ত সুরু হয়েছে কিনা এদিকে-ওদিকে। সেইজন্য বেশ ঘটা করেই আয়োজন হচ্ছে।

মাধব

তা ঘণ্টাকর্ণ পূজো কেন ? বসন্ত হচ্ছে, টীকে নিলেই হয় !

খাঁদু

টীকে ! (ব্যঙ্গের হাসি) দেবতার নজরে পড়লে স্যার, ও সব ম্লেচ্ছ টীকা-টীপ্পনি কিছুই করতে পারবে না। চাই বাবা ঘণ্টাকর্ণের দয়া। সেই যে সেই শ্লোকটা কি রে ? সেই যে আসবার সময় মুখস্ত করে এলুম ? (সঙ্গীকে) বল্ না ছাই—সেই যে "ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধিবিনাশন"—

হেবো

"বিস্ফোটক-ভয়প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ"—

মাধব

রক্ষা করো, রক্ষা করো—আর দরকার নেই। ঘণ্টাকর্ণ—ঢাকপৃষ্ঠ—এ সব পূজোর চাঁদা আমি যোগাতে পারব না। সরে পড়ো।

খাঁদু

'দেবতার' কোপকে ভয় করেন না ?

মাধব

না।

হেবো

বোমাকে ভয় করেন ?

মাধব

বোমা !

হেবো

হয় চাঁদা—নয় বোমা, মাঝখানে তো কোনো পথ নেই স্যার। যদি বলেন অ্যাসিডের ব্যবস্থাও করতে পারি।

মাধব

তোমরা ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করতে চাও নাকি ?

খাঁদু

কী আর করা যায় স্যার ! দেবতাকে যদি ভয় না করেন তাহলে বাধ্য হয়ে

আমাদেরই ভয় দেখাতে হয়। মানে আমরাই দেবতার এজেণ্ট্ কিনা! যাই হোক, ভেবে দেখুন। একটু পরেই আবার আসছি আমরা।

মাধব

(বিবর্ণ) পুলিসে খবর দেব আমি।

খাঁদু

দিতে পারেন। পুলিশ একটা দিন বাঁচাবে—তারপর আরও অনেকগুলো দিন রইল আমাদের হাতে। হাওয়ায় তো আর বাস করবেন না মোশাই, পাড়াতেই থাকতে হবে। চলে আয় হেবো—(যাওয়ার উপক্রম করল)

কুণাল

(এগিয়ে এল) ওহে ঘণ্টাকর্ণের দল, একটু দাঁড়াও তো। দুটো কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

খাঁদু

কে মোশাই আপনি ?

কুণাল

আমি ? আমি হচ্ছি মর্দন কর্ণ। আরো জাগ্রত দেবতা। তোমাদের মতো দেবতার যে সব সোল এজেণ্ট্ পূজোর নামে চাঁদা তুলে বাঁদরামো করে, তাদের কর্ণ মর্দনই আমার পেশা।

হেবো

(বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে) তাই নাকি ? লে খাঁদু—কথাটা একবার শুনে লে। খুব যে মস্তান মালুম হচ্ছে রে !

খাঁদু

('চু' করে একটা শিস্ টানল) হম-ডম-ডিগা-ডিগা! একেবারে মুচ্মুচে ঝাল চানা দেখছি যে। তা ইয়ার—তা হলে তোমায় একটু দেখেই যাই।
(কুণালের দিকে এগোল)

কুণাল

তা দেখে যাও—ভালো করেই দেখে যাও। আর দেখে যাও জাপানী কুস্তি, যার নাম যুযুৎসু। (চট করে হেবোর কাঁধে হাত দিল—আর্তনাদ করে সে বসে পড়ল।—খাঁদু পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল, কুণাল অবিলম্বে তার হাত মুচড়ে ধরল) কী আছে চাঁদ পকেটে? বোমা? ছোরা? অ্যাসিড্? রিভলবার? কিন্তু যুযুৎসুর প্যাচটা দেখে নাও তার আগে—

খাঁদু

(গগনভেদী চিৎকার তুলল) ছেড়ে দিন স্যার—মরে গেলুম স্যার—পায়ে প'ড়ছি স্যার—উঃ, গেলুম স্যার—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে স্যার—

কুণাল

শিক্ষার এখনো একটু বাকী আছে। তবে আজ আর নয়। এরপরে কোনো-দিন যদি বোমার ভয় দেখাতে আসো—তা হ'লে ডান হাতের মায়া ছেড়ে দিয়েই এসো। যাও—বেরিয়ে যাও—

[ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো ছোকরাদুটো]

মাধব

কী করলে কুণাল! রাস্তায় বেরুলে যে—

কুণাল

কোনো ভয় নেই কাকা। ওরা জোর খাটায় ভীরুর ওপর। যেখানে ঘা পায় সেখানে ওরা আর পা বাড়াতে সাহস পায় না। কিন্তু মজাটা দেখুন, সাত বছর আগে যুযুৎসু শিখেছিলুম—প্যাঁচগুলো এখনো চমৎকার মনে আছে!

মাধব

দুটো টাকা ওদের দিলেই ভালো হত বোধহয়। মিথ্যে হাঙ্গামা বাড়ানো হল।

কুণাল

বলেছি তো কাকা ওরা কিছু বলবে না আপনাকে। আর টাকা দেবার

জায়গা অনেক আছে সংসারে—ওদের জন্য সেটা অপচয় না করলেও ক্ষতি নেই। সবচেয়ে দুঃখ কী জানেন—দেশের তরুণ শক্তি এমনি করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—অথচ ওদের বাঁচাবার দায়িত্ব কেউ নেয় না! (একটু থেমে) পারব, আমিই পারব। হীরে—অজস্র হীরে! ইন্দ্রনীল-পদ্মরাগ-চন্দ্রকান্ত মণি! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। দেশ জুড়ে আমি কারখানা তৈরী করব, এদের কাজ দেব, লাইব্রেরী করব এদের জন্য, গড়ে দেব ক্লাব, মানুষ করে তুলব—

[ইরা চা আর জলখাবার নিয়ে এল]

ইরা

তোমার চা আর খাবার এনেছি কুণাল দা।

কুণাল

খাবার এনেছ? That's like a good girl! সত্যি কী খিদেটাই পেয়েছিল। কাল রাত্রে ট্রেনেও কিছু খাওয়া হয়নি। (খেতে আরম্ভ করল)

ইরা

এখানে কিসের একটা হুটোপুটির আওয়াজ পাচ্ছিলুম বাবা?

মাধব

পাড়ার দুটো হতচ্ছাড়া ছেলে এসে—

কুণাল

কিচ্ছু না—ও সব কিছু না। একটুখানি যুযুৎসু প্র্যাক্‌টিস করছিলুম কেবল! ওসব কথা শুনে তোমার দরকার নেই।

ইরা

কিন্তু যুযুৎসু কেন?

কুণাল

বললুম তো শুনে কাজ নেই। তবে ভাবছি বিদ্যেটা তোমাকেও শিখিয়ে দেব। তোমার মতো অবলাদের একটু আধটু আত্মরক্ষার উপায় জেনে রাখা ভালো।

ইরা

(হেসে) বেশ তো, শিখে নেব এখন। কিন্তু বাবা, তুমি কি সত্যিই বাজারে বেরুবে না ঠিক করেছ ?

মাধব

হাঁ যাচ্ছি— (একটু দ্বিধা করে) তা বলছিলুম কি কুণাল, তুমি এবেলা বরং এখানেই খেয়ে যাও। পাটনায় তো আমাদের ঘরের ছেলের মতোই ছিলে—তাই এখন আর হোটেলে না গিয়ে—

কুণাল

অত দ্বিধা করছেন কেন ? আমার কোনো চক্ষুলজ্জা নেই। যেখানে হোক খেতে পেলেই হল।

মাধব

বেশ, বেশ, ভারী সুখী হলুম। ইরা মা, আমার জামা আর বাজারের থলেটা—

ইরা

এনে দিচ্ছি বাবা—(চলে গেল)

মাধব

তুমি কদিন কলকাতায় থাকবে কুণাল ?

কুণাল

দুদিন—দুদিন দুদিনের বেশি নয়। (খাবার শেষ করে চায়ে চুমুক দিল) জানেন মাধবকাকা, আমার একেবারে সময় নেই। সাত রাজার ধন পড়ে আছে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে। আমার একেবারেই দেরী করা চলবে না।

মাধব

তা হ'লে—এই বলছিলুম কি—তুমি এই দুটো দিন বরং আমার এখানেই থাকো। ঘরের ছেলে—কেন আর হোটেলে যাবে ? আর বলছিলুম তোমার কাজে যদি আমিও কিছু সাহায্য করতে পারি—

[ইরা জামা আর থলে নিয়ে এল]

ইরা

একটু ভালো দেখে কিন্তু মাছ এনো বাবা।

মাধব

(জামা পরতে পরতে) সে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক দেখে আনব। একটু বোসো বাবা কুণাল, আমি আসছি—(বেরিয়ে গেলেন)

কুণাল

(চা শেষ করে) কিভাবে যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইরা!

ইরা

তাই ভাবছি। আচ্ছা কুণালদা—সত্যিই কি হঠাৎ তুমি এসে বাড়ীতে ঢুকে পড়লে?

কুণাল

ঠিক জানি না। হয়ত হঠাৎ ঢুকে পড়েছি—হয়ত কোথাও একটা চেতনা ছিল। Instinct! সেই Instinctই হয়তো এই আকস্মিক ঘটিয়ে তুলল।

ইরা

তাই হবে। (একটু চুপ করে থেকে) আমাদের কথা তোমার মনে আছে কুণালদা?

কুণাল

বিলক্ষণ! মনে আছে বৈকি। দুটি বোন। নীরা আর ইরা। দুটিই ফুলের মতো দেখতে। নীরা খুব কথা বলতে পারত—হাসতে পারত, ফরমাস করলেই গান গাইত একটার পর একটা। আর ইরা ছিল ভারী শান্ত, ভারী ছেলেমানুষ। সবে শাড়ী পরতে শিখেছে তখন—চলতে সে শাড়ী তার পায়ে জড়িয়ে যেত। মনে আছে—সব মনে আছে। (আশ্চর্য শোনালো কুণালের গলার স্বর। যেন ঘুমের ঘোরে কথা কইছে—যেন স্বপ্ন দিয়ে জড়ানো; ইরা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।)

ইরা

মনে আছে—সেই যেবারে আমরা নালন্দায় গিয়েছিলুম ?

কুণাল

সব মনে আছে—কিছুই ভুলিনি। বিহারের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তুমি পথ হারিয়েছিলে। গোলোক-ধাঁধার মতো ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরগুলোর ভেতরে, আর পথ খুঁজে পাও না। তারপর আমি তোমাকে আবিষ্কার করলুম। একটা আধভাঙ্গা বীভৎস তান্ত্রিক মূর্তির সামনে চোখ বুজে তুমি দাঁড়িয়ে। কী ভয় তোমার চোখেমুখে !

ইরা

সেই ভয় আজও তো গেল না কুণালদা। এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। অদ্ভুত হালকা অন্ধকার—হাজার হাজার বছরের স্মৃতি জড়ানো, সারি সারি পাতাল-কুঠুরী। যতই চলি, বেরুবার পথ আর খুঁজে পাই না। তারপর কোথা থেকে একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা প্রকাণ্ড নিষ্ঠুর হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তারপর—(আর বলতে পারল না—দুহাতে মুখ ঢাকল। কুণাল এগিয়ে এসে ইরার মাথায় হাত রাখল)

কুণাল

এত ভয় কেন ইরা ? কিসের এত ভয় ?

ইরা

সে তুমি বুঝবে না কুণাল দা, সে ভয় থেকে আজ আর তুমি বাঁচাতে পারবে না। তুমি জানো না—আজ চোখের জল না মিশিয়ে দিদি একমুঠো ভাত খেতে পায় না—দেনার দায়ে বাবার মাথার ঠিক নেই—আই, এ পড়তে পড়তে আমার কলেজ ছাড়তে হ'ল। সেই অন্ধকার বীভৎস মূর্তিটা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কুণালদা—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে। আজ আমাদের বাঁচাবার কেউ নেই—কেউ নেই !

কুণাল

আমি আছি ইরা—আমি আছি। শুধু আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো। হীরে—অসংখ্য হীরে। চক্‌মক্‌ করছে—ঝক্‌ঝক্‌ করছে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তার দাম! দাঁড়াও-দাঁড়াও (দরজায় ঘা পড়ল, চমকে উঠল) কে—কে?

[বাইরে থেকে : আমি হরিবল্লভ গোস্বামী]

ইরা

কী সর্বনাশ—বাড়ীওলার সরকার! ভাড়া চাইতে এসেছে। অথচ বাবার হাত এ-মাসে একেবারে খালি।

কুণাল

বেশ তো, সে কথাটা ওকে স্পষ্ট করে বলে দিলেই হয়।

ইরা

(ম্লান হেসে) ওর কথা আরো স্পষ্ট কুণালদা। কী বিশ্রী করে যে বলে সে তুমি ভাবতে ও পারবে না।

কুণাল

ভাবতে পারব না? তবে ভাবা যাক একটুখানি। তুমি ভেতরে যাও—আমি দেখছি। (বাইরে কড়া নাড়ল হরিবল্লভ। ডেকে বলল—দরজাটা খুলুন স্যার, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব রাস্তায়) দরজা খোলাই আছে, ঢুকে পড়ুন। (হরিবল্লভ দরজা ঠেলে ঢুকল। কুণাল তাকে অভ্যর্থনা জানাল) আসুন প্রভুপাদ, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

হরিবল্লভ

(থতমত খেয়ে) এর মানে?

কুণাল

মানে পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে পারব না, মৃগচর্মও নেই—এই তক্তপোষেই আসীন হোন।

হরিবল্লভ

কে মশাই আপনি? আপনার এয়ার্কী শুনতে আমি আসিনি। মাধববাবু কোথায়?

কুণাল

মাধববাবু বাজারে গেছেন। তিনি গৃহী মানুষ কিনা—তাই তুচ্ছ সংসারের ভাবনাও তাঁকে অল্প-সল্প ভাবতে হয়। আমাকে তাঁর—হ্যাঁ—ভাইপো বলতে পারেন। তা প্রভুপাদ দণ্ডায়মান কেন? পাড়ার কারুর বাড়ী থেকে কুশাসন চেয়ে আনব কি?

হরি

(একটু চটে) এ রকম করে কথা বলবার মানে কী?

কুণাল

মানে অতি পরিষ্কার। গোস্বামী মানুষ—কপালে ফোঁটা তিলকও দেখতে পাচ্ছি। তাই একটু সাধুভাষায় অভ্যর্থনা করছিলুম।

হরি

অভ্যর্থনার দরকার নেই। টাকাটা পেলেই চলবে। নিন্—বের করুন।

কুণাল

প্রভু দেখছি বৈষ্ণব মানুষ—তা ভাষাটা শাক্তের মত অমন শক্ত শক্ত কেন? ক' মাসের বাকী?

হরি

ক' মাসের থাকবে আবার? আমাদের মনিব কড়া লোক। ভাড়া তাঁর বাকী থাকতে পায় না।

কুণাল

হুঁ—আপনাকে দেখেই সেটা বোধগম্য হচ্ছে। তা দেবতা, এ মাসে তো টাকাটা পাচ্ছেন না।

হরি

পাচ্ছি না ?

কুণাল

না। (মাথা নেড়ে) কোনো চান্‌সই দেখছি না!

হরি

আহা-হা, শুনে যে শেতল হয়ে গেলুম! ভাড়া দিতে যারা পারে না তাদের বাড়ীতে থাকবার এত সখ কেন, শুনি? গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেই তো পারে।

কুণাল

তাও পারে। তবে কিনা কলকাতা শহরে দাঁড়াবার মত গাছের চাইতে বাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাই গাছতলার চাইতে বাড়ীই প্রেফার করা ভালো—কী বলেন?

হরি

বাজে বকবেন না মশাই। টাকা আজ না দিলেই চলবে না।

কুণাল

কেন চলবে না প্রভু? যেহেতু কাল শনিবার? রেসে যেতে হবে?

হরি

(দারুণ চম্‌কে উঠলেন) কে-কে বলেছে আমি রেসে যাই?

কুণাল

আপনার বাঁ পাশের পকেটে যে বইখানি উকি মারছে প্রভু, ওটিকে তো ঠিক ভাগবত বলে মনে হয় না। ওতে ঘোড়ার মুখ আঁকা আছে। ওর নাম বোধহয় অশ্বভাগবত? (হরিবল্লভ সচকিতে পকেটে হাত দিয়ে লুকোতে চেষ্টা করল) এখন আর ঢাকা চলবে না দেবতা, রহস্যটি ফাঁস হয়ে গেছে। মনিবের টাকার সদ্‌গতি যে ভালোভাবেই হয় সে বুঝতেই পারছি। এখন

বলুন তো বাড়ীর মালিক কে? কোন্ বিধবা? কোন্ নাবালক? কোন বে-হেড্ মাতাল?

হরি

(বিভ্রান্ত) আমি আমি এখন যাই। পরে এসে মাধব বাবুর সঙ্গে দেখা করব।

কুণাল

(পথ আটকালো) দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। জবাবটা দিয়েই যান। কার সর্বনাশ করছেন? কাদের ঘরে তুলসীবনের বাঘ হয়ে চেপে বসেছেন? মনিবের নামটা একটু বলে যাবেন দয়া করে?

হরি

কী পাগলামো করছেন? আমি যাই—

কুণাল

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা?—আরে মশাই, মিথ্যা ঘাবড়াবেন না। আমি কি সত্যিই যাচ্ছি নাকি আপনার মনিবের কাছে? আমরা যে একই পথের পথিক। রেসের মাঠে আমারও কিঞ্চিৎ আনাগোনা আছে। বললে বিশ্বাস করবেন না—এই দু বছরে একলাখ টাকার বর পেয়েছি অশ্বদেবতার কাছে।

হরি

(বিচলিত) দু'বছরে একলাখ টাকা? বলেন কি!

কুণাল

কিছু বেশিও হতে পারে। আর এই নিয়েই তো মশাই কাকার সঙ্গে আমার বনে না। সম্পর্কই রাখতে চান না আমার সঙ্গে। তার ফল দেখুন। কাকা আপনাদের এই এঁদো বাড়ীতে মরছেন—আর আমি লাখ লাখ টাকার হীরে (জিব কেটে) ছি-ছি-বলে ফেললুম যে।

হরি

হীরে, হীরে কী?

কুণাল

উঁহু, বলতে পারব না, বলবার জো নেই। হ্যাঁ রেসের মাঠ—রেসের মাঠই আমার বরাত ফিরিয়েছে।

হরি

ইয়ে, কিছু মনে করবেন না। খুব ভালো 'টিপ্‌স' জানা আছে বুঝি আপনার? (একটু ইতস্তত) মানে, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন? (গলা নামিয়ে) পর-পর চারটে শনিবার যা হেরেছি—জানেন—

কুণাল

জানি বইকি। বাড়ীভাড়া আদায়ের নমুনা দেখেই বুঝতে পেরেছি।

হরি

তাই বলছিলুম কি—আপনারা তো কপালে লোক স্যার—যদি একটু হেল্‌প করতেন—

কুণাল

হেল্‌প—?

হরিবল্লভ

মানে, গরীবকে দয়া যদি একটু করেন—মানে—

কুণাল

মানে আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনার যা কথাবার্তার ধরণ—কাকাকে যে ভাবে আপনি অপমান করেন, তাতে কোন মায়া হয়না আপনার ওপর।

হরি

দেখুন—উপায় নেই যে! পরের চাকরি করি—

কুণাল

Shut up! আবার মিথ্যে কথা! কোন্‌ নাবালক কিংবা বিধবার

মাথায় কাঁঠাল ভাঙছেন আপনিই জানেন। যাক, পরে দেখা করবেন, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি।

হরি

বলছিলুম কি স্যার—এক আধটা ইয়ে যদি—

কুণাল

বললুম তো পরে দেখা করবেন। আর টিপ্‌স তো অমনি হয় না দেবতা—ও হ'ল Give and take-এর ব্যাপার। সে কথাটাও ভেবে রাখবেন। আচ্ছা আসুন এখন—

হরি

তা তো বটেই। Give and take-এরও একটা বন্দোবস্ত—

কুণাল

পরে—পরে। এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না। আচ্ছা আসুন নমস্কার—

হরি

ন্‌-নমস্কার—(কেমন বিচলিত হয়ে বেরিয়ে গেল)

কুণাল

(এগিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর হা-হা করে হেসে উঠল। ডাকল) চলে এসো ইরা—অল্‌ ক্লিয়ার—(ইরা ফিরে এল)

ইরা

(স্বর একটু সন্দিগ্ধ) দরজার ওপার থেকে সব শুনেছি আড়ি পেতে। কিন্তু কুণালদা, তুমি কি সত্যই রেসের মাঠে—

কুণাল

(আবার হেসে উঠল) রেসের মাঠ! ট্রামে যেতে দূর থেকে দেখেছি।

ইরা

তবে এসব কথা—

কুণাল

কিছু না, কিছু না, গোসাইজীর সঙ্গে একটু শাস্ত্র-চর্চা করছিলুম আব কি। ভগবানের নাম করলে দিনটা ভালো যায়।

ইরা

কিন্তু ও যে সত্যই বিশ্বাস করল?

কুণাল

কবে বৈকি। পৃথিবীব সমস্ত চালাক লোকেরই একটা দুর্বল জায়গা আছে। সেখানটায় সে একেবারেই নির্বোধ। গোঁসাইজীর মুখের চেহারা দেখেছিলে?

ইরা

দেখেছি বই কি। আবার আসবে মনে হল।

কুণাল

হ্যাঁ, তা আসবে। কিন্তু টাকা চাইতে নয়। এবপরে যখন আসবে, তখন ছ'মাস যাতে বাড়ীভাড়া দিতে না হয়, তার ব্যবস্থাই করে দেব।

ইরা

(কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে আস্তে) কুণালদা, তোমাকে যে কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন আমাদের বাঁচাবার জন্যই তুমি আজ আমাদের বাড়ী এসে পা দিয়েছ। নইলে হরিবল্লভ বাবু—

কুণাল

দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। সেই হীরেগুলো যদি একবার তুলে আনতে পারি—

ইরা

তখন থেকে খালি হীরের কথা বলছো তুমি। কিসের হীরে কুণালদা?

কুণাল

ওঃ তোমাকে এখনো বলিনি বুঝি? বলব—বলব, কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্যের কথা, সব বলব তোমাকে। সময় হোক, সমস্ত জানবে তখন। তার আগে একটু স্নান করতে চাই, মাথাটা বড়—

ইরা

বেশ তো, এস ভেতরে—

[ইরা আর কুণাল ভিতরের দরজা দিয়ে চলে গেল; একটু পরে রাস্তার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল পূর্ণেন্দু। বছর ছাব্বিশ বয়স হবে। ভীরু নির্জীব ধরণের চেহারা। সম্প্রতি একটু উত্তেজিত ভঙ্গি। পূর্ণেন্দু এসে তাকালো এদিক-ওদিক। কাউকে দেখতে পেলনা। ইজিচেয়ারে বসে আড়মোড়া ভাঙল, খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে পাতা ওল্টাতে লাগল। একটু পরে ইরা এল।]

ইরা

পূর্ণেন্দুদা যে!

পূর্ণেন্দু

(কাগজ থেকে মুখ না তুলেই) হুঁ!

ইরা

কখন এলেন? ডাকেননি কেন?

পূর্ণেন্দু

হুঁ!!

ইরা

দিদিকে একবার নিয়ে এলেন না কেন? আজ ছ'মাসের ভেতরও দিদিকে দেখিনি।

পূর্ণেন্দু

(কাগজে চোখ রেখেই) দেখবে। রোজই দেখতে পাবে এর প থেকে। সারা জীবন।

ইরা

সে কি !

পূর্ণেন্দু

সেই কথাই বলতে এসেছি শ্বশুরমশাইকে। ও স্ত্রীকে নিয়ে আমার আর ঘর করা চলল না।

ইরা

পূর্ণেন্দুদা !

পূর্ণেন্দু

আমার কোনো হাত নেই। বাবা বলেছেন, জুয়াচোরের মেয়ের জায়গা হবে না আমার বাড়ীতে।

ইরা

আমার বাবাকে আপনারা জুয়াচোর বললেন পূর্ণেন্দুদা !

পূর্ণেন্দু

আমি বলিনি—সবাই বলছে। বিয়ের সময় যে ঘড়িটা দিয়েছেন, বাবা যাচাই করে দেখেছেন তার দাম আটচল্লিশ টাকা। চুড়ি দিয়েছেন ব্রোঞ্জের ওপর সোনার রং ধরিয়ে। ফার্ণিচারগুলো—

ইরা

থাক থাক, আর বলতে হবে না। কিন্তু আপনারা কি মনে করেন, ইচ্ছে করে বাবা ঠকিয়েছেন তাঁর নিজের মেয়েকে ? আপনারা কি জানেন, দিদির বিয়ের দেনায় বাবার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে রয়েছে ? জানেন আমরা সেজন্যে আজ পথে বসতে চলেছি ?

পূর্ণেন্দু

সে আমাদের জানবার কথা নয়। বামন হয়ে চাঁদে হাত না বাড়ালেই তো পারতেন।

[ভেতরের দরজার সামনে দেখা দিল কুণাল—সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল]

ইরা

ঠিক কথা—বাবাই ভুল করেছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁর সর্বস্ব বিকিয়ে মেয়েকে এমন ঘরে দিয়েছেন যেখানে সে সুখে থাকবে। কিন্তু জানতেন না, তেলে আর জলে মিশ খায় না।

পূর্ণেন্দু

ঠিক। সেইজন্যেই জলটাকে ফিরিয়ে দিতে চাই। শ্বশুরমশাইকে জানিও—ঘড়ি আর চুড়ির ব্যাপারটা যদি এ মাসের মধ্যেই মিটিয়ে না দেন—তাহলে তাঁর মেয়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসবে।

ইরা

কিন্তু দিদির কী হবে? এমন লেখাপড়াও শেখেনি যে নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে পারে।

পূর্ণেন্দু

সে আমার ভাববার কথা নয়। বাবা আমাকে যা বলতে বলেছেন—তাই জানিয়ে গেলুম।

ইরা

(আর্তস্বরে) বিনা দোষে দিদির কত বড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন—সেটা কি একবারও চিন্তা করবেন না আপনারা? আপনাদের কিসের অভাব পূর্ণেন্দুদা? অত বড় বাড়ী—অত টাকা! আপনিও তো নিজে ভালো রোজগার করেন। কেন এমন করে—

পূর্ণেন্দু

আমি জানিনা—বাবা জানেন। (একটু ইতস্তত করে) কথাটা কি

জানো, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে আমারও বিশেষ ইচ্ছে নেই। কাল যখন সে আমার পায়ে ধরে কাঁদছিল—সত্যি বলতে কি, খুব মায়াই হচ্ছিল আমার। কিন্তু কি করি বলো। বাবার এক কথা। সে যাক। আমার যা বলবার তা বলেছি, এবার আমি চললুম—

ইরা

কিন্তু আইনত—

পূর্ণেন্দু

খোরপোষ? বাবা বলেছেন, কোর্ট থেকে মামলা করে নিতে। আরো বলেছেন, উকিলকে টাকা না খাইয়ে তা দিয়ে ঘড়ি আর চুড়ির ব্যবস্থা করে দিলেই শ্বশুরমশাই বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। আচ্ছা, চলি—

কুণাল

একটু দাঁড়ান মশাই—আলাপ করা যাক আপনার সঙ্গে।

[ইরা ও পূর্ণেন্দু দুজনেই চমকে উঠলো]

পূর্ণেন্দু

(ভ্রূকুটি করে) আপনি আবার কে?

কুণাল

সেটা আপাতত না জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনিই বুঝি নীরার পতি-দেবতা? তা ভালো—চেহারাটি জামাই হওয়ার মতোই বটে। কিন্তু পিতৃভক্তিতে যে দেখছি সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র!

ইরা

(কাতর ভাবে) কুণালদা—দোহাই তোমার—এসব কথার ভেতরে—

কুণাল

Wait—wait a minute! ভালো কথা—কী নাম যেন শুনলুম আপনার? পূর্ণেন্দু? তা পূর্ণিমার চাঁদই বটে! নির্মল—নিষ্কলঙ্ক একটি

আদর্শ পূর্ণচন্দ্র—I mean পুত্রচন্দ্র। বেশ সেই কথাই ভালো। তা পুত্রচন্দ্র —তোমাকে আর আপনি বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। নীরাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা শোভা পায় না।

পূর্ণেন্দু

দেখুন মশাই—

কুণাল

তেজ দেখিও না—সাত বৎসর পরেও যুযুৎসুর একটা প্যাঁচও আমি ভুলিনি। অপদার্থ, ব্যাকবোনলেস, কাওয়ার্ড! নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারো না—তাকে মর্যাদা দিতে পারো না—বিয়ে করবার 'রাইটই' তোমার নেই। ফিরিয়ে দিও নীরাকে—তাকে মাথায় করে নিয়ে যাবে এমন লোকও সংসারে আছে!

পূর্ণেন্দু

কী বললেন? আমার স্ত্রীকে পরপুরুষ—

কুণাল

চোপরও! তোমার স্ত্রী! তোমার মত Imbecile-এর কোনো স্ত্রী থাকতে পারে না। নীরা তোমার কেউ নয়। এক পয়সার খোরপোষ সে ভিক্ষে চায় না—বরং মামলা করে সে legal seperation আদায় করে নেবে। হ্যাঁ—টাকা চাইছিলে না? কত টাকা হলে তোমার ঘড়ি-আংটি হয়? পাঁচশো—হাজার? দাঁড়াও—(পকেট থেকে চেক বই বার করে টেবিলের সামনে গিয়ে খস খস করে লিখল, তারপর চেকটাকে ছুড়ে দিল পূর্ণেন্দুর মুখে) দু'হাজার টাকা দিচ্ছি তোমার স্ত্রীর দাম। আশা করি এবার স্ত্রীটিকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাবে। ট্যাক্সি করেই এনো—ভাড়াটা আমিই দেব।

পূর্ণেন্দু

(অপমানে শাদা হয়ে গেল) দেখুন—

কুণাল

(চিৎকার করে) আর একটা কথাও নয়। গো—গো আউট— (পূর্ণেন্দু চমকে বেরিয়ে যাচ্ছিল) তুলে নিয়ে যাও চেকখানা (বিভ্রান্ত পূর্ণেন্দু তুলে নিল)—বেরোও—

[প্রায় ছুটেই পালালো পূর্ণেন্দু ; বাজার নিয়ে ঢুকছিলেন মাধববাবু—একটা ধাক্কা খেলেন তিনি—পড়তে পড়তে সামলে নিলেন]

মাধব

(বিভ্রান্ত) একি—একি ! কী হয়েছে ইরা ?

কুণাল

ও কিছু না কাকা—কেবল একটুখানি শক্-থেরাপি—হা-হা-হা—(গলা খুলে হেসে উঠল)

—পর্দা—

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সেই ঘর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছোট টেবিলটির সামনে বসে ইরা পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'। কবিতাটি 'সবলা']

ইরা

(আবৃত্তির ভঙ্গিতে)

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি
ক্লান্ত ধৈর্যে প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে
শুধু শূন্যে চেয়ে রবো ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ—

(অন্যমনস্ক ভাবে) ঠিক। এই কথাই তো কুণালদা বলছিল।

[মাধব ঢুকলেন। খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরছেন মনে হল। ইজিচেয়ারটাতে শুয়ে পড়লেন। ইরা তাকালো তাঁর দিকে]

ইরা

কোথায় গিয়েছিলে বাবা ?

মাধব

কোথায় আর যাব ? একটু (ইতস্তত করে) খবরের কাগজের আফিসটা একবার ঘুরে এলুম।

ইরা

কাগজের অফিস ? কেন ?

মাধব

কিছু না—সেই পাগলামি। মানে সেই নম্বরটা। দেখলুম ভুল ওদের হয়নি—সেটা আমার কপালেই বিধাতা পুরুষ লিখে রেখেছেন। ভাবলুম একবার গঙ্গার ধারে যাই—মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। তা-ও হল না। কেমন সব গোলমাল হয়ে গেছে। (গলা নামিয়ে) হাঁ রে, পূর্ণেন্দু নীরাকে এনে রেখে দিয়ে যায়নি?

ইরা

না বাবা।

মাধব

তা হলে আজ সারাদিন দুঃখ দেবে মেয়েটাকে—সারারাত কাঁদাবে। ফিরিয়ে দেবার আগে, যত পারে লাঞ্ছনা করবে। ওর শ্বশুরকে তো জানি—এ অপমান সইবার লোক সে নয়। (একটু চুপ করে থেকে) কুণাল এখানে কেন এল বল দিকি? কেন সে আমাদের সর্বনাশ করতে চায়?

ইরা

ছিঃ বাবা, কেন বলছ এ-কথা? কুণালদা তো আমাদের ভালোই করেছেন।

মাধব

ভালোই করেছে? তোকেই আমি দুবেলা পেট পুরে তো খেতে দিতে দিতে পারি না মা, আর নীরা এলে—

ইরা

(বাধা দিয়ে) ও বাড়িতে অমন করে পড়ে থাকার চাইতে এখানে সবাই মিলে না হয় আধপেটা করেই খাবো বাবা, সে অনেক ভালো।

মাধব

কথাটা শুনতে মন্দ নয় মা—কিন্তু—

ইরা

কেন তুমি ভাবছ বাবা ? আই-এ পর্যন্ত তো পড়েছি। কাজ একটা আমিও জুটিয়ে নেব। নইলে টিউশন। যতটা পারি সাহায্য করব তোমাকে !

মাধব

চাকরি করবি ? তুই ? তুই যে বড্ড লাজুক মা। কলকাতার পথে ঘাটে কখনও একা বেরুতে পর্যন্ত শিখিসনি।

ইরা

সেইখানেই তো ভুল হয়েছে বাবা। এ যুগের সব মেয়ে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, তখন ঘরে বসে আমি কেবল দুঃখের ভারই বাড়িয়েছি তোমার—কেবল আড়ালে চোখের জলই ফেলেছি। এ লজ্জা আমারও আর সইছে না।

মাধব

হুঁ, বুঝতে পেরেছি। সারা দুপুর বসে তোর কাছে এই সবই লেকচার দিয়েছে কুণাল।

ইরা

হাঁ বাবা, কুণালদাই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আর পূর্ণেন্দুদাও। দিদির অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছি, নিজের জোর না থাকলে, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে মেয়েদের দাঁড়াতে হয়।

মাধব

ভালো, ভালো। চমৎকার কথা। (গলায় ব্যঙ্গের সুর) তা চাকরিটা পাওয়া যাবে কোথায় ?

ইরা

জানিনা, কাল থেকে খুঁজব।

মাধব

কোথায় খুঁজবে? তুমি কোনোদিন একা রাস্তায় পা দাওনি। কিছুই চেনো না।

ইরা

পা বাড়ালেই চেনা হয়ে যাবে। অনেক মেয়েকেই এমনি করে চিনতে হয়েছে।

মাধব

হুঁ, কুণালের হাতযশ আছে দেখছি। বেশ, যা ভালো বোঝো করো। আমি আর ভাবব না, আমার সব ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।

ইরা

সেই কথাই ভালো বাবা। এবার তোমার ভাবনা আমাদেরও ভাগ করে দাও।

মাধব

কুণাল কোথায়?

ইরা

বিকেলে বেরিয়ে গেছে। এখুনি হয় তো ফিরবে।

মাধব

কোত্থেকে যে ধূমকেতুর মত এল! জানিনা আমার কী সর্বনাশ করে ও এখান থেকে যাবে।

ইরা

ছিঃ বাবা—আবার ওই কথা? কুণালদা আমাদের সর্বনাশ করতে আসেনি—বাঁচাতে এসেছে।

[বাইরে থেকে বৃন্দাবনের ডাক: মাধববাবু আছেন নাকি মশাই?

মাধব

আঃ, আবার সেই শকুনটা এসেছে—সেই বৃন্দাবন। গায়ের মাংস

ছিঁড়ে খেতে চায়। তুই ভেতরে যা ইরা: (ইরা চলে গেল) আসুন—(বৃন্দাবন ঢুকলেন) এই যে, তা কী ঠিক করলেন? জেলেই দেবেন আমাকে?

বৃন্দাবন

কী যে হয়েছে মশাই আপনার! সকাল থেকে কেবল পাগলামো করছেন। আমি একটা ভালো প্রস্তাবই এনেছি আপনার কাছে।

মাধব

ভালো প্রস্তাব? Merchant of Venice পড়েছেন?

বৃন্দাবন

না। সে আবার কী?

মাধব

লক্ষ্মীর পায়ে তাঁর প্যাঁচাটি হয়ে বসে আছেন—সরস্বতীর ছায়াও তো কোনোদিন মাড়ালেন না। ও একখানা নাটক। শেক্‌সপীয়র নামে এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন।

বৃন্দাবন

আপনার হল কী মশাই? বুড়ো বয়েসে আবার থিয়েটার করবার সখ চাগালো না কি? হ্যা-হ্যা-হ্যা! (হাসি)

মাধব

কথাটাকে উড়িয়ে দেবেন না—কান দিয়ে শুনুন। সেই নাটকে আছে, একজন মহাজন শর্ত করেছিল সময় মতো টাকা দিতে না পারলে খাতককে আধসের গায়ের মাংস কেটে দিতে হবে। আপনি তাই করুন না। আপনারও ক্ষোভ মেটে—আমিও দায়মুক্ত হই। তা যদি অনুমতি করেন তা হলে ছুরি আনাই ভেতর থেকে।

বৃন্দাবন

রাম—রাম। কী যে বলেন! বিষ্ণু বিষ্ণু। আমাকে কি কশাই

পেলেন আপনি? আরে মশাই, টাকার কথা বলতে আমি আসিনি। আপনার উপকারের জন্যই এসেছিলুম।

মাধব

উপকার? আমার? (হেসে উঠলেন)

বৃন্দাবন

ওই দেখুন—আবার হাসতে সুরু করলেন। কেন, বিশ্বাস হচ্ছেনা?

মাধব

সকাল থেকে ভাবছিলুম একটা মিরাক্‌ল্‌ কোথাও ঘটবে! নইলে আপনি বৃন্দাবন ঘোষ—আপনিও আমার উপকার করতে চান?

বৃন্দাবন

কেন—করিনি নাকি? বিপদে টাকা ধার দিয়েছিলুম, সেটা চাইতেই যত অপরাধ হয়ে গেল! দুনিয়াটা এমনি নিমকহারামই বটে। সে যাক —কাজের কথা শুনুন। বেশ মন দিয়ে শুনুন।

মাধব

মন-প্রাণ-কান সব খাড়া করেই রেখেছি। বলে ফেলুন দয়া করে।

বৃন্দাবন

বলছিলুম কি, আপনার ছোট মেয়েটির বিয়ে দেবেন না?

মাধব

তাতে আপনার কী? পণ দিয়ে তো কেউ আমার মেয়ে নেবে না যে তাই দিয়ে আপনার দেনা শোধ করব।

বৃন্দাবন

আঃ—কথাটা বলতেই দিন না। শুনুন—একটা ভালো সম্বন্ধ এনেছি। খুব অবস্থাপন্ন ঘর—আর এক পয়সাও পণ দিতে হবে না।

মাধব

বটে—বটে! কে এমন রাজপুত্রটি, আমার ভাঙা ঘরের দিকে যার হঠাৎ নজর পড়ল?

বৃন্দাবন

আমার ছেলের কথাই বলছি। নিতাই।

মাধব

কী বললেন? (প্রচণ্ড চমকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন) কী বললেন?

বৃন্দাবন

বললুম তো—আমার ছেলে নিতাই। মানে নিত্যানন্দ।

মাধব

এতক্ষণে বোঝা গেল। (তিক্ত হাসিতে ভরে উঠল মুখ) তা চমৎকার ছেলেটি আপনার। শুনেছি—মদ-টদ তার ভালোই চলে।

বৃন্দাবন

মায়ের আদুরে ছেলে—বাপের পয়সা আছে—তায় অল্প বয়েস—ওসব ধরতে আছে নাকি? বড় হলেই শুধরে যাবে।

মাধব

লেখা-পড়াও বোধ হয় শেখেনি।

বৃন্দাবন

কী দরকার মশাই? বলি দরকারটা কী? বি-এ, এম-এ সব পাশ করে কী জন্যে? স্রেফ চাকরী করবে বলেই তো? আমার ছেলেকে চাকরী করতে হবে না। চোখ বুজে শুধু বড়বাজারের গদীতে বসে থাকবে—ব্যাস, আর কিছু ভাববার নেই।

মাধব

দাঁড়ান, দাঁড়ান, আরো দু একটা কথা আছে। আপনার এই ছেলেই

না চৌরঙ্গীর হোটেলে কী একটা কেলেঙ্কারী করে তিন মাস জেল খেটেছিল ?

বৃন্দাবন

খেটেছিল তো কী হয়েছে ? পুরুষ মানুষের একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ই। ও নিয়ে অত ধরতে আছে নাকি ? একটু বড় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার মেয়েটি মশাই দেখতে বেশ, স্বভাবটি ভালো—দুদিনেই ছেলেকে ঘরমুখো করতে পারবে। রাজী হয়ে যান মশাই—রাজী হয়ে যান। শাঁখা সিঁদুর দিয়ে সম্প্রদান করবেন—একটি পয়সাও খরচ নেই। আর আপনার হ্যাণ্ডনোটটাও আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

মাধব

চমৎকার—অতি চমৎকার প্রস্তাব !

বৃন্দাবন

আপনার উপকারের জন্যই বলা। নইলে আমার ছেলের কি আর পাত্রী জুটছেনা ?

মাধব

কেন জুটবে না ? বাংলা দেশের কশাইখানার জন্যে পাঁটা, আর বিয়ের জন্য মেয়ের কখনো অভাব হয় না। আসল কথাটা কি জানেন, আপনার ছেলের এমন সুনাম রটেছে, যে বড় ঘরের কেউ ও ছেলেকে মেয়ে দেবে না—তাই আপনি আমাকে অনুগ্রহ করতে এসেছেন।

বৃন্দাবন

খুব বুঝলেন ! ভালো করতে চাইলে এমনিই হয়।

মাধব

হাঁ ভালো করতে চাইছেন—সন্দেহ কী। সেই জন্যেই তো Merchant of Venice এর কথা বলছিলুম। সে লোকটা কেবল বুক থেকে

একবারেই মাংস নিতে চেয়েছিল, আপনি সারা জীবনের জন্যে গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেবার ব্যবস্থা করছেন।

বৃন্দাবন

আবার পাগলামো করছেন? মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবেই দেখুন না। অল্প বয়সে একটু আধটু বখামো কত লোকেইতো করে—তাই বলে তারা কি আর শুধরে যায় না? আপনাকে ঋণমুক্ত করবার জন্যেই কুটুম্বিতা করতে চেয়েছিলুম। তা আপনি এমন আরম্ভ করে দিয়েছেন—

[ইরা ঢুকল। দুজনেই চমকে উঠলেন]

ইরা

আমার একটা কথা শুনবেন?

মাধব

তুমি এখানে কেন ইরা? ভেতরে যাও।

ইরা

ভেতরেই তো ছিলুম বাবা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলুম না। (বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে) আপনি তো বাবাকে ঋণমুক্ত করতে এসেছেন। একটা কথার জবাব দেবেন আমার?

মাধব

ইরা—

ইরা

বাধা দিওনা বাবা—আমি শুধু একটা, একটা কথাই জিজ্ঞাসা করব। (বৃন্দাবনকে) শুনুন, আমি যদি আপনার নিজের মেয়ে হতুম—তা হলে কি আপনি এমন একটি পাত্রের হাতে আমায় তুলে দিতে পারতেন?

বৃন্দাবন

(ঘাবড়ে গিয়ে) আমি—আমি—

ইরা

বলুন—জবাব দিন। আমি আপনার মেয়ে হলে পারতেন এ-কাজ করতে? শুধু একবার বলুন। তা হলেই এ বিয়েতে আমি রাজি আছি। বলুন—

[ইরার চোখ জলতে লাগল। মাধব বাবু হতবাক। ইরার চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠলেন বৃন্দাবন]

বৃন্দাবন

(উঠে দাড়িয়ে) মাধব বাবু—আমি বরং আজ—(যাওয়ার উপক্রম; ইরা পথ আটকালো)

ইরা

একটু দাঁড়ান। আমাকে দিয়েই বাবার ঋণ শোধ করতে চান এই তো? বেশ, সেই সুযোগই আমায় দিন। আমি আই-এ পর্যন্ত পড়েছি। আপনি বড়লোক—কত জানাশুনো আছে আপনার—দিন না আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে। একশো, আশী, পঞ্চাশ, ষাট—যে-কোনো মাইনে। সেই টাকার অর্ধেক দিয়ে আমি মাসে মাসে বাবার দেনা শোধ করে দেব।

মাধব

ইরা-

ইরা

না বাবা, না। উনি আমাদের দয়া করতে এসেছেন। সে সুযোগ ছাড়ব কেন? পারেন না আপনি? আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন না? না আমরা অসহায় বলে কেবল হাড়ি কাঠে ফেলে আমাদের বলিই দিতে পারেন? (ইরার চোখে জল এসে গেল)

বৃন্দাবন

থাক, মা, থাক। আর আমায় বলতে হবে না—আর আমায় লজ্জা দিওনা তুমি। আমি কথা দিচ্ছি সাত দিনের মধ্যেই একটা চাকরি

তোমায় জোগাড় করে দেব। তারই মাইনের টাকায় তুমি আমার দেনা শোধ কোরো। তোমার ভালো হোক মা—তুমি সুখী হও। (বৃন্দাবন দ্রুত বেরিয়ে গেলেন)

মাধব

(স্তম্ভিত ভাবে) এ কী করলি মা—এ কী হল!

ইরা

কুণালদা আমাকে শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলছিলেন বাবা। বলো—আমি কি অন্যায় করলুম?

মাধব

জানিনা—কিছু জানিনা। আমার মাথা ঘুরছে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু শোবো।

ইরা

(কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহে) তাই শোও গে বাবা। একটু বিশ্রাম করো। খাবার তৈরি আছে, একটু পরেই তোমায় আমি খেতে দেবো।

মাধব

তাই যাচ্ছি। কিন্তু কুণাল—কুণাল কোথায় গেল?

ইরা

কুণালদা আসবে এখন, ভেতরে যাও।

[মাধব চলে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ইরা। তারপর আবার এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। বসল। 'সঞ্চয়িতা' খুলে আবার পড়তে আরম্ভ করল:—"হে বিধাতা আমারে রেখোনা বাক্যহীনা। রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা। উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে, নির্বারিত স্রোতে"—দরজায় ধাক্কা পড়ল। ইরা দাঁড়িয়ে উঠল। একটা সুটকেস হাতে ঘরে ঢুকল নীরা।

নীরার বয়েস বছর কুড়ি। চেহারায়, মুখের গড়নে তাকে দেখলে

ইরার বোন বলে চেনা যায়। ইরার চাইতে নীরা একটু লম্বা। মুখ শুকনো, রুক্ষ চুল। পরণে আধময়লা রঙচটা শাড়ী। ইরা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।]

ইরা

দিদি!

নীরা

চলে এলুম বোন। তাড়িয়ে দেবার আগেই পালিয়ে এলুম। (শুকনো শান্ত গলায় বলে চলল) দ্যাখ্ ও বাড়ির এক টুকরো কাপড়ও আমি সঙ্গে করে আনিনি।

(ইরা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেলল)

ইরা

দিদি—দিদি—তোর কী হবে দিদি?

নীরা

কাঁদিসনি বোন—কাঁদিসনি। (ইরাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল) পথে নামলেই এগিয়ে যাওয়া যায়। আমিও নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করব। তুই শান্ত হ।

(দুই বোন তক্তপোষে বসল)

ইরা

(চোখ মুছতে মুছতে) তুই কী করবি দিদি? লেখাপড়া তো কিছু শিখিস নি।

নীরা

গান শিখেছিলুম। কোনো স্কুলে গানের টিচারী খুঁজব। নইলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখাব। তা-ও যদি না জোটে, ঠোঙা তৈরী করে বেচব, ক্যানভাসারের কাজ করব। আজ বাংলা দেশের অনেক মেয়েকেই তো এমনি করে বাঁচতে হয় ইরা।

ইরা

এত বড়োলোকের স্ত্রী হয়ে শেষে তুই—

নীরা

না বোন, সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। গরীবের মেয়ে কখনো বড়োলোকের স্ত্রী হতে পারে না—দুটো জাতই একেবারে আলাদা। শোন্—বাবা কইরে ?

ইরা

ভেতরে। শরীর ক্লান্ত—শুয়ে পড়েছেন। যাবি বাবার কাছে ?

নীরা

যাব—একটু পরে। তার আগে তোর সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।

ইরা

কী পরামর্শ দিদি ?

নীরা

তুই আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলি। আমি গান জানি। (কুণাল নিঃশব্দে ঢুকল—দাঁড়িয়ে পড়ল। ইরা-নীরা তাকে লক্ষ্য করল না) ধর—দু বোনে মিলে যদি পাড়ার বাচ্চাদের জন্যে একটা স্কুল করি ? তুই পড়াবি—আমিও অ আ ক খ দেখিয়ে দেব, গান শেখাব। যদি দশ পনেরোটি বাচ্চাও আসে—পাঁচ টাকা করে দেয়, তা হলেও আমরা দু-বোনে ষাট সত্তর টাকা রোজগার করতে পারি। কী বলিস ?

ইরা

মন্দ নয়—চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু ঘর কোথায় পাবি ?

নীরা

একটা খুঁজতে হবে। আপাতত আমাদের এই বাইরের ঘরটাতেই তো শুরু করা যায়। সকালে ঘণ্টা চারেক। বাবার মত নিশ্চয় পাওয়া যাবে না—রে ?

ইরা

তা পাওয়া যাবে—বাবা হয়তো খুশিই হবেন। কিন্তু—

(কুণাল এগিয়ে এল)

কুণাল

কিন্তু নেই। চমৎকার প্রস্তাব। আমি দারুণ ভাবে সমর্থন করছি। এবং আরো বলছি, ভালো কাজে দেরী করতে নেই।

(দুই বোনই চমকে উঠল, বেশি করে চমকালো নীরা)

নীরা

কে—কে আপনি ? ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছেন কেন ?

কুণাল

ইরা, জবাব দাও।

ইরা

চিনতে পারলিনে দিদি ? ও যে আমাদের কুণাল দা। পাটনার সেই কুণাল দা। একটু কাজে কলকাতায় এসেছেন। আজ সকালেই।

নীরা

পাটনার কুণাল দা! (থমকে গিয়ে পরক্ষণেই চিনতে পারল) তাই তো! আমি তোমাকে একেবারেই—(এগিয়ে প্রণাম করতে চেষ্টা করল, কুণাল বাধা দিলে)

কুণাল

উহু উহু, আমাকে নয়। প্রণামটা দামি জিনিস, যত্র তত্র বাজে খরচ করতে নেই ভাই। (হেসে) তা ছাড়া শ্রীপাদপদ্ম তো দেখছ—হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। ভক্তিটা ভালো, কিন্তু রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া ভালো জিনিস নয়।

(নীরার শুকনো মুখেও একটু ম্লান হাসি ফুটল)

নীরা

তুমি এখনো তেমনি রয়েছ কুণালদা। একটু বদলাও নি।

কুণাল

বদলাইনি? কিন্তু তোমরা তো কেউ আমায় চিনতে পারোনি! তা ছাড়া—তা ছাড়া ওরা যে বলে—আমার—আমার—

ইরা

কারা বলে কুণালদা? কী বলে তোমাকে?

কুণাল

কিছুনা—কিছুনা। (হঠাৎ তীব্র স্বরে) They say—let them say। আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না—কাউকে নয়। আমি জানি, সকলেই আমার গোপন—না—না! (হঠাৎ থেমে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এল) ও কিছু নয়। আমি বলছিলুম কি, তোমাদের দু'জনের প্ল্যান আমি শুনেছি। খুব ভালো প্রস্তাব—কাল থেকেই কাজ শুরু করো। নীরা—start life anew!

নীরা

(সংকুচিত হয়ে) কুণাল দা, আমার সম্পর্কে তুমি—

কুণাল

কোনো লজ্জা নেই নীরা—আমি সব জানি। কারণ, এই ঘরে কয়েক ঘণ্টা আগেই তোমার সেই পূর্ণচন্দ্র স্বামী—সরি—পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসালাপ হয়ে গেছে।

নীরা

(শুকিয়ে গিয়ে) তাঁর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে? কী বলেছেন তিনি?

ইরা

(সভয়ে) থাক থাক কুণালদা—ও সব থাক এখন।

কুণাল

হ্যাঁ—সে সব কথা না হয় পরেই হবে। তিনি যখন তোমাকে কিছু বলেননি, তখন আমিও না হয় সে কথাগুলো আপাতত না-ই শোনালুম। তা সেই গ্রেট ম্যানটি কোথায়?

নীরা

আমি পালিয়ে এসেছি। (মাথা নীচু করে) কেউ জানতে পারেনি।

কুণাল

'A fugitive from the chain gang!' পালিয়ে আসোনি—মুক্তি পেয়েছ! শেকল-কাটার যন্ত্রণা হয়তো কিছুদিন থাকবে—তারপরেই মুছে যাবে সমস্ত। আর আমি বলছি—ছ'মাস সময় দাও আমাকে। এক লাখ টাকা এনে দেব তোমাদের, গড়ে দেব প্রকাণ্ড কিণ্ডারগার্টেন স্কুল—দেব সমস্ত মডার্ণ ইকুয়িপয়েন্টস্—পাড়ার সব ছেলে মেয়ে সেখানে বিনি পয়সায় পড়তে পারবে।

নীরা

এক লাখ টাকা দেবে কুণালদা? বলো কি!

কুণাল

এক লাখে না হয়, দু লাখ। দু লাখে না কুলোয়—তিন লাখ। সেই কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য তো সারা ভারতবর্ষের জন্যেই। এডুকেশন—ইন্‌ডাস্‌ট্রি—কালচার—

নীরা

(অবাক হয়ে) তুমি বড়োলোকের ছেলে তা জানি। কিন্তু কোটি কোটি টাকা—

কুণাল

জানি—জানি। (হাসল) কেউ বিশ্বাস করে না, তুমিও করবে না। তবু বলছি। আর ক'দিন আমায় সময় দাও—তারপর তারা দেশের আইডিয়াল হয়ে উঠবে তোমাদের এই কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। আজ এখনি তার শুভ—কী বলে—শুভ উদ্বোধন হয়ে যাক। নীরা, ওপেনিং সং। আর আপাতত আমিই সভাপতির আসন গ্রহণ করছি। (ধপাৎ করে ইজি চেয়ারটায় বসে পড়ল) কই নীরা, গান ধরো।

নীরা

গান গাইব ? এখন ? তুমি কি ঠাট্টা করছ কুণাল দা ?

কুণাল

ঠাট্টা ? কুণাল দত্ত জীবনে এর চাইতে সিরিয়াস্ হয়নি। ধরো—নীরা।

নীরা

আমি পারব না কুণালদা—মাপ করো। গান গাইবার মতো মনের অবস্থা এখন আমার নয়।

কুণাল

কী—মন খারাপ করছে ? যে খাঁচা থেকে পালিয়ে এসেছ—তার জন্যে ? Well, this is opium ! বাঙালী মেয়েদের জন্ম-জন্মান্তরের অভিশাপ ! আর সেই পূর্ণেন্দু—সেই রাস্কেল্—

নীরা

বোলো না কুণালদা—দোহাই তোমার, অমন করে বোলো না ! আমি আর সইতে পারছি না—

(আঁচলে মুখ ঢাকল)

ইরা

দিদি—দিদি—

কুণাল

(ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো) আই অ্যাম সরি। আশ্চর্য মেয়েদের মন ! তোমরা কুষ্ঠরোগী স্বামীকেও পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাও তার বিকৃত লালসা মেটাতে ! তোমাদের শ্রদ্ধা করব না ঘৃণা করব তা আমি এখনো বুঝতে পারি না। (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু গান যে গাইতেই হবে—হাঁ—নতুন করে বাঁচবার গান। যে গান মোহ দূর করে—যে গান শক্তি দেয়—যে গান সমস্ত পঙ্কের মধ্য থেকে এক-একটি পাপড়ি মেলে দেয়, আলোর পদ্মের মতো ফুটে ওঠে। ইরা—উদ্বোধন সঙ্গীত কি তা হলে হবে না ?

(কিছুক্ষণ স্তব্ধতা)

ইরা

হবে কুণালদা। আমিই গাইছি—

(গান ধরল)

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে-বার—"

[জলে ভেজা চোখ তুলে নীরা ইরার দিকে তাকালো ; কুণাল চেয়ারের কোনা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ইরা গেয়ে চলল :]

"খনে খনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তি নিশীথ করিস যাপনা
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার—"

[গানটা শেষ হল না ; ধড়াস করে দরজাটা খুলে গেল ; ঝড়ের বেগে ঢুকল পূর্ণেন্দু।]

পূর্ণেন্দু

বাঃ—বাঃ—চমৎকার ! এ যে রীতিমতো গানের জলসা দেখছি। (কঠিন স্বরে) নীরা !

নীরা

(নীরস গলায়) কী বলছ ?

পূর্ণেন্দু

আমাকে না বলে কেন এসেছ এখানে ? আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি, চলো।

নীরা

(উঠে দাঁড়িয়ে) কেন ফিরিয়ে নিতে এসেছ ? আমাকে তো তোমরা তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিলে। আবার সেই অপমানের মধ্যে আমায় টেনে নিয়ে যাবে ?

পূর্ণেন্দু

না নীরা, ও বাড়ীতে নয়। আজ বাবার সঙ্গে আমার ফাইনাল ব্রেক হয়ে গেছে। আমি তোমাকে কাকার ওখানে নিয়ে যাব—তারপর দু একদিনের মধ্যে

একটা আলাদা বাসার ব্যবস্থা করব। বাবাকে স্পষ্ট বলেছি, আপনার টাকার লোভের জন্যে রাস্তার লোক এসে আমার স্ত্রীকে আর আমাকে অপমান করবে —সে আমি কিছুতেই সইব না। আমিও পূর্ণেন্দু সোম—অ্যাড্‌ভোকেট— নিজের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের মতো শক্তি আমার আছে। চলো নীরা—

(কুণাল এগিয়ে এল)

কুণাল

না—নীরা যাবে না।

পূর্ণেন্দু

(রেগে আগুন হয়ে) হোয়াট! ও—তুমি! আই ওয়ার্ণ ইউ—আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আর একটা কথা যদি বলো, then I will teach you a very god lesson!

কুণাল

সর্বনাশ! পুত্রচন্দ্র ফোঁস করে উঠল যে! কিন্তু ঢোঁড়া না কেউটে তা তো বুঝতে পারছিনা!

পূর্ণেন্দু

(চিৎকার করে) এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। (পকেট থেকে রিভালভার বের করল) এটা দেখতে পাচ্ছ?

(ইরা আর নীরা অস্ফুট চিৎকার করল ; কৃত্রিম ভয়ে দু হাত তুলে দাঁড়ালো কুণাল)

কুণাল

হ্যাণ্ড্‌স্ আপ্ করেছি স্যার—আপনাকে বলতে হবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? ওটা কি পাঁচসিকের টয় রিভলভার—না রিয়্যাল?

পূর্ণেন্দু

শাট আপ! আর একটা কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে এটা আসল

না নকল! ইম্‌পার্টিনেণ্ট্‌ ইতর কোথাকার! এত টাকার গরম হয়েছে যে পূর্ণেন্দু সোমের স্ত্রীকে তুমি কিনতে চাও? Here is you cheque—(পকেট থেকে চেকটা বের করে তাল পাকিয়ে কুণালের নাকে ছুড়ে দিল। কুণাল হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইল) চলে এসো নীরা—

নীরা

রিভলভার দেখিয়ে কুণালদাকে ভয় পাওয়াতে পারো। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তার চাইতে আমায় গুলি করে মেরে যাও। আ মারও শাস্তি হোক, তোমরাও বাঁচো।

পূর্ণেন্দু

আমাকে ক্ষমা করো নীরা। অন্যায় আমি করেছিলুম—আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। তোমার জন্যে বাড়ী ছেড়েছি, বাবাকে ছেড়েছি—সবাইকে ছেড়ে এসেছি। আমি প্রমাণ করব পূর্ণেন্দু সোম বাপের ছায়া নয়, সে মানুষ—নিজের স্ত্রীকে সে রক্ষা করতে জানে। আমাকে মাপ করো নীরা—চলে এসো। (নীরার হাত ধরল)

কুণাল

লাভলি—অতি চমৎকার দৃশ্য। এক মিনিটের জন্যে হাত নামাতে পারি পূর্ণেন্দু বাবু স্যার? মানে, একটু ক্ল্যাপ্‌ দেব?

পূর্ণেন্দু

আবার! (রিভলভার তুলল)

কুণাল

ও বাবা! (বিদ্যুৎ বেগে হাত উঁচিয়ে ফেলল)

পূর্ণেন্দু

চলে এসো নীরা। আমি ক্ষমা চাইছি। (নীরার সুটকেসটা তুলে নিলে)

ইরা

সে কি পূর্ণেন্দুদা! এসেই এভাবে চলে যাবেন? বসুন, চা খান—বাবার সঙ্গে দেখা করে যান।

পূর্ণেন্দু

আজ সময় নেই ইরা, খুব ব্যস্ত আছি। দেখতেই তো পাচ্ছ আমার অবস্থা। ওদিকে সব গোছানো হয়ে যাক, তারপর একদিন তোমার দিদিকে নিয়ে আসব। নীরা চলো—ট্যাক্‌সি অপেক্ষা করছে।

(নীরাকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল। আর একটু পরেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সুণাল)

কুণাল

হুররে-হুররে! শক্ থেরাপির গুণ দেখলে ইরা? হাতে হাতে ফল! (হেসে চলল। তারপর চেকটা কুড়িয়ে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়তে লাগল)

ইরা

ওকি—চেকটা ছিঁড়ে ফেলছ কেন?

কুণাল

কারণ, ওর দাম ছেঁড়া কাগজের চাইতে দাম বেশি নয়। কারণ, ব্যাঙ্কে আমার একটা পয়সাও নেই! (উচ্ছ্বসিত হয়ে আবার হাসতে শুরু করে দিলে।)

ইরা

আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। সব যেন স্বপ্নের মতো। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণেন্দুদা যে এমন করে বদলে যাবে এ আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

কুণাল

ইরা, মানুষের মন ঝর্ণার মতো। কখনো কখনো পাথরে চাপা পড়ে যায়। সেই পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিতে পারলেই তার মুক্তি—তার প্রকাশ। একটুখানি অপমানের ছোঁয়া দিয়ে আমি পূর্ণেন্দুকে সেই মুক্তি এনে দিয়েছি। নীরার জন্যে তুমি আর ভেবোনা।

ইরা

আচ্ছা কুণালদা, তোমার কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলো তো ?

কুণাল

(হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) আমি ? নিজেই জানি না। ওরা বলে—ওরা বলে আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যাকেই বলেছি হীরের কথা—সেই রাশি রাশি হীরে—সেই পদ্মরাগ—ইন্দ্রনীল মণি—পাহাড়ের কালো অন্ধকারে সাতরঙা নক্ষত্রের মতো ঝিলমিল করছে—কেউ তা বিশ্বাস করে না। বলে অসম্ভব—বলে, হতেই পারে না।

ইরা

অন্যায় তো বলে না কুণালদা। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে হীরের খনি আছে লোকে তা মানবে কেন ? থাকলে কি এত দিন কারো চোখে পড়ত না ?

কুণাল

(চটে) Thou too ইরা ? তুমিও অবিশ্বাস করো ? বেশ—(ঘরের কোন থেকে ব্যাগটা তুলে নিল)

ইরা

ও কি করছ ?

কুণাল

চলে যাব। তুমিও বিশ্বাস করলে না ? থাকব না—আর এক মুহূর্তও আমি থাকব না এখানে।

ইরা

(ব্যাকুল হয়ে হাতটা চেপে ধরল) বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করি কুণালদা, আমি কেবল একটু ঠাট্টা করেছিলুম।

কুণাল

না, ও রকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ইরা

অন্যায় হয়েছে—ক্ষমা করো আমাকে।

কুণাল

(একটু পরে) জানো ইরা এতক্ষণ আমি চৌরাস্তার মোড়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলুম জানো? (ইরা মাথা নাড়ল) মানুষের মুখ।

ইরা

মানুষের মুখ?

কুণাল

হ্যাঁ—মানুষের মুখ। কত লোক চলেছে—হাজার হাজার লোক। বাঙালী—বিহারী—পাঞ্জাবী—মাড়োয়াড়ী—গুজরাটি—পুরুষ-মেয়ে-ছেলে বুড়ো। কিন্তু কাউকে আমি ভরসা করতে পারলুম না। কাউকে বলতে পারলুম না—পাহাড়ের কালো অন্ধকারের ভেতর, আমি কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য দেখেছি, সারা ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করা যায়—এত ঐশ্বর্য! কাউকে মনে হল স্বার্থপর—কেউবা লোভী—কেউ ভীরু, কেউ দুর্বল। কাউকে পেলুম না—আমায় সাহায্য করতে পারে, এমন কাউকে পেলুম না!

ইরা

আচ্ছা—সে হবে এখন। সাহায্য করবার লোক তুমি অনেক পাবে। এখন যাও দেখি—হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কুণাল

রাত্রে তো আমি কিছু খাই না।

ইরা

থাও না ?

কুণাল

দেশের বারো আনা মানুষ যখন উপোষ করে আছে, তখন দুবেলা খাওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি।

ইরা

এ আবার কী কথা ! এমন করে ভাবতে গেলে তো—সত্যি খাবে না ?

কুণাল

না। খাই না, খেতে পারি না। ঘণ্টা খানেক পরে এক পেয়ালা চা শুধু আমাকে এনে দিও। যদি সম্ভব হয়।

ইরা

সে আর এমন কি অসম্ভব ব্যাপার ? তার সঙ্গে দুটো মিষ্টি—

কুণাল

(তীব্র গলায়) না-না-না। কেন মিথ্যে আমায় বিরক্ত করছ ?

ইরা

(সভয়ে) আচ্ছা। তবে তুমি ভালো হয়ে বোসো, আমি বাবাকে খেতে দিয়ে আসি।

[ইরা চলে গেল। কুণাল এসে বসল ইজিচেয়ারটায়। তারপর 'সঞ্চয়িতা' খানা তুলে নিলে। কয়েকটা পাতা উলটে চলল কিছুক্ষণ। বই-এর এক জায়গায় কুণালের চোখ থমকে গেল]

কুণাল

(পড়তে লাগল)—

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম

বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না---

[বাইরে দরজায় ঠক ঠক্ শব্দ হ'ল]

কুণাল

(ভ্রু কোঁচকালো) কে ?

[বাইরে থেকে হরিবল্লভের গলা : আসতে পারি স্যার ?]

কুণাল

কে আপনি ?

হরিবল্লভ

(বাইরে থেকে) আমি স্যার হরিবল্লভ গোস্বামী।

কুণাল

ওঃ—প্রভুপাদ স্বয়ং ? তা পদার্পণ করুন—

[এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ঢুকল হরিবল্লভ, কুণাল হাসল]

কুণাল

ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন ? আসিবে কি—ফিরিবে কি—দ্বিধা কেন ?

হরিবল্লভ

(বোকার মতো) আজ্ঞে ?

কুণাল

ও কিছু না। আসুন—আসুন—আসন গ্রহণ করুন।

হরিবল্লভ

হে-হে—আপনার সবতাতেই ঠাট্টা। তা আপনার কাকা কোথায় ? মাধব বাবু ?

কুণাল

কোনো দরকার আছে তাঁকে? ডাকব?

হরিবল্লভ

না না কিছু না। তাঁকে কোনো দরকার নেই। আমি আপনার কাছেই এসেছিলুম।

কুণাল

([illegible]) Fire it!

হরিবল্লভ

([illegible] চমকে) Fire কী মশাই? এসব গুলি-গোলার কথা আবার কেন? এতো ভালো নয়।

কুণাল

Shoot!

হরিবল্লভ

(সভয়ে) কী সর্বনাশ! গুলি করবেন নাকি?

কুণাল

আঃ আপনি একেবারে ইংরেজী জানেন না। হোপলেস! বলেছিলুম— বলে ফেলুন।

হরিবল্লভ

বাঁচালেন! (হাত কচলে) কী আর বলব স্যার—মানে সেই টিপ্‌সের কথাটা। এখন পর্যন্ত অনেককেই তো ধরলুম—শেষে দেখি সব ব্যাটাই জোচ্চোর। এবার যদি আপনার দয়ায় উদ্ধার পাই স্যার, মানে—এমন প্যাঁচে পড়ে গেছি যে কী বলব।

কুণাল

তার মানে একটি পাকা ঘোড়েল হয়েও ফেঁসে গেছেন—এক্

একটি সজারুকে আস্তো গিলে বসে আছেন। তা আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

হরি

কালকের রেসের টিপ্‌স্ যদি একটুখানি দিতেন—

কুণাল

রেস্! রেস্‌ফেস কি বলছেন মশাই—আমি ওসব ব্যাপারের কোনো খবরই রাখি না।

হরি

কেন আর ছলনা করছেন স্যার—শিকারী বেড়ালের গোঁফ্ দেখলেই চেনা যায়। আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি দারুণ গুণী লোক।

কুণাল

দেখেই বুঝতে পেরেছেন ? (হেসে উঠল)

হরি

মানুষ নিয়েই কারবার করি মশাই—লোক চিনতে বেশি দেরী হয় না। এবারটি দয়া করুন স্যার। যা হয় একটা কিছু বাৎলে দিন। কত লোক তো বরাত ফিরিয়ে ফেলল—কেবল আমারই কিছু হল না। একটু যদি—

কুণাল

কিন্তু সে তো এমনিতে হবে না। বলেইছিতো, Give and take ছাড়া এসব হয় না।

হরি

সেজন্য তৈরি হয়েই এসেছি আমি। এই কুড়িটা টাকা—

কুণাল

কুড়ি টাকা! অত সস্তায়? তা হলে মাঠের আশে পাশে যারা ঘুরছে

তাদের কাছে যান না কেন? হাতুড়ে ডাক্তারর ফী দিয়ে বিলেত ফেরৎকে ডাকতে চান? ছোঃ!

হরি

পঁচিশটা টাকাই নিন তা হলে—

কুণাল

মাছের দর করছেন নাকি? সরি, আপনি তো আবার বোষ্টম—মাছ-টাছ নিশ্চয় খান না। যান-যান, ও-সব চলবে না। রাত হয়েছে—কেটে পড়ুন এখন!

হরি

ইঃ, আপনার তো দেখছি দারুণ খাঁই! তবে আরো কিছু না হয় নিন। পঞ্চাশ?

কুণাল

পঞ্চাশ! দরজা খোলা আছে—রওনা হোন, ট্রামে উঠে পড়ুন।

হরি

রাধেকৃষ্ণ! আচ্ছা আখ-মাড়াই কলটি করেছেন স্যার, ছিবড়ে বের না করে আর ছাড়বেন না দেখছি! তা হলে আপনিই বলুন স্যার—কিসে আপনার খাঁই মেটে!

কুণাল

এ বাড়ীর ছ'মাসের ভাড়ার রসিদ কাটুন। মানে পাঁচ মাস অ্যাড্ভান্স!

হরি

বলেন কি! পঁয়ত্রিশ টাকা করে—সে যে দুশো টাকার ওপরে!

কুণাল

কোন্ নাবালক—কোন্ মাতালের সম্পত্তির সর্বনাশ করছেন—কত হাজার হাজার টাকা লোপাট করেছেন সে খবর আপনিই জানেন। দুশো টাকায় কি হবে আপনার?

হরি

মারা যাব স্যার—মারা যাব।

কুণাল

অ হলে সরে পড়ুন। সস্তার কারবার আমার কাছে নেই।

হরি

আমি বলছিলুম কি—মাস তিনকের টাকাটা—

কুণাল

আবার মাছের—থুড়ি মালপোর দরাদরি? যান, বেরোন—

হরি

যদি একটু দয়া না করেন স্যার—

কুণাল

দশ হাজার টাকা পাইয়ে দেব—দুশোখানেক দিতেই আপনার প্রাণ বেরিয়ে গেল মশাই? এমন ছোট লোকের সঙ্গে আমি কারবার করি না।

হরি

(দীর্ঘশ্বাস ফেলল) আমি ঘোড়েল, আপনি, আপনি স্যার ঘোড়লকেও গিলতে পারেন—যাকে বলে তিমি। (আবার দীর্ঘশ্বাস) বেশ, ছ' মাছের রসিদই লিখে দেব। এবার—

কুণাল

উহুঁ—রসিদটি আগে লিখুন। দরকারী খবর জেনে নিয়েই আপনি সরে পড়বেন না—এতখানি বিশ্বাস আপনাকে কেমন করে করব? রসিদ লিখে ফেলুন আগে—

হরি

আপনি স্যার তিমিকেও গিলতে পারেন! যাকে বলে—

কুণাল

তিমিঙ্গিল। শব্দটা জানতেন না, শিখিয়ে দিলুম। লিখুন—

হরি

হরি হে, তুমিই সত্য—(রসিদ লিখতে লাগল।)

কুণাল

(উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগল। নিজের মনেই) হীরে—অসংখ্য হীরে। তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়। যদি একবার আনতে পারি—যদি—

হরি

(কলম থেমে গেল) হীরে! হীরের কথা কী বলছেন?

কুণাল

না-না—ও সব কিছু না। ও আপনার শুনে কাজ নেই।

হরি

কাজ নেই কি রকম? আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক, রাশি রাশি হীরের কথা বলছেন—

কুণাল

(গর্জন করে)—একেবারে চুপ। আর একবার হীরের নাম করবেন তো ঘর থেকে আপনাকে বার করে দেব।

হরি

(থতমত খেয়ে) আচ্ছা থাক থাক। আমি আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কী? (রসিদটা লিখে ফেলল) এই নিন। (কুণাল নিয়ে পড়ে দেখল) কিন্তু স্যার আমার ব্যবস্থাটা—

কুণাল

বার করুন বই। (হরিবাবু বই বার করল। কুণাল উল্টে পাল্টে দেখল) এই যে তিনটে। 'লাকি স্টাইক', 'কিস্‌মি কুইক', 'গে বার্ড'। যান, চলে যান।

হরি

বলেনকি! এই তিনটে? 'লাকি স্ট্রাইক' অবশ্যি হট্ ফেভারিট, কিন্তু 'গে-বার্ড' আর 'কিস্ মি কুইক'—মানে, এরা তো—

কুণাল

বিশ্বাস হচ্ছে না?—কাল প্রমাণ পাবেন।

হরি

কিন্তু স্যার—

কুণাল

যান—আসুন—

হরি

আমি বলছিলুম স্যার—

কুণাল

অনেক রাত হয়েছে এখন। আর জ্বালাবেন না—যান—(প্রায় ঠেলতে ঠেলতে দরজার কাছে নিয়ে এল)

হরি

দেখবেন স্যার, যেন মারা না যাই—

কুণাল

আপনাদের মারে কে? আপনারা তো রক্তবীজ। যান, যান—এবার। (হরিবল্লভ কেমন বিভ্রান্তভাবে বেরিয়ে গেল।)

কুণাল

(দরজাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর নিজেই)—ঠকালুম লোকটাকে। বিবেকে একটু বাধছে। কিন্তু ওকে ঠকানোয় পাপ নেই—ও অনেকের সর্বনাশ করে বেড়ায়।

(মাধব ঢুকলেন)

মাধব

এই যে কুণাল—ইয়ে [illegible], তুমি নাকি [illegible] [illegible] না?

কুণাল

আমার রাত্রে খাওয়ার অভ্যাস নেই কাকাবাবু।

মাধব

উপোস করে থাকবে? সেও কি একটা কথা হল?

কুণাল

উপোস করে থাকব কেন? ইরাকে তো বলেছি, এক পেয়ালা চা হলেই আমার চলবে। ভালো কথা—এইটে নিন্—(বাড়ী ভাড়ার রসিদখানা এগিয়ে দিলে)

মাধব

(সেটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে) একি! ছ' মাসের বাড়ী ভাড়ার রসিদ! এক মাসের বাকী মিটিয়ে, আরো পাঁচ মাস আগাম। তুমি—তুমি এতগুলো টাকা—

কুণাল

আমি এক পয়সাও দিইনি। হরিবল্লভ গোঁসাই দিয়েছে।

মাধব

কী বললে, হরিবল্লভ! বাড়ীওলার সরকার হরিবল্লভ!

কুণাল

হ্যাঁ সেই দিয়েছে।

মাধব

তুমি—তুমি ঠাট্টা করছ কুণাল?

কুণাল

আমি কি আপনাকে ঠাট্টা করতে পারি কাকাবাবু? সত্যিই হরিবল্লভ দিয়েছে।

মাধব

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হরিবল্লভ—

হরিবল্লভ নিজে আমার ছ' মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিলে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

কুণাল

ইয়ে—একটু ব্যাপার আছে ওর ভেতরে—তা সে কথা আপনি নাইবা শুনলেন। তবে এর জন্তে আপনার হরিবল্লভকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

মাধব

তা হলে লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছিলুম সে তা নয়। আমার দুঃসময় বুঝে, সেও আমাকে সাহায্য করতে চায়। আশ্চর্য! আশ্চর্য! দুনিয়াটাই যেন বদলে যাচ্ছে। ইরা—ইরা—(ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে গেলেন)

[কুণাল আরো ক্লান্ত ভাবে এসে চেয়ারে বসে পড়ল। আস্তে আস্তে আবার তুলে নিলে "সঞ্চয়িতা"।]

কুণাল

(পড়তে লাগল)

নিজের গানেরে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে যেন বাঁশি মম
উতলা পাগল সম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাইনা,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—

(থামল। একটু হাসল নিজের মনেই) পাগল। সবাই বলে—পাগলামো! কিন্তু সে পথটাকে আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাই। শাল বনের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না। ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে। আমি একা চলেছি সেই পথ দিয়ে। যেন এগিয়ে যাচ্ছি স্বপ্নের ঘোরে। হঠাৎ—

[ভেতরের দরজা দিয়ে চা নিয়ে পা বাড়িয়েছে ইরা। ডাকল—কুণালদা! আর সেই ডাকে ভয়ানক চমকে উঠল কুণাল]

কুণাল

কে-কে-কে?

ইরা

আমি ইরা।

কুণাল

ওঃ ইরা! এসো—

ইরা

তোমার চা এনেছি। কিন্তু চমকালে কেন এমন করে?

কুণাল

না—না চমকাইনিতো। একটা কথা ভাবছিলুম কেবল।

ইরা

(চা-টা সামনে রেখে) মধ্যে মধ্যে তুমি যেন কেমন হয়ে যাও কুণাল দা। তোমাকে বুঝতে পারি না।

কুণাল

ঠিক বলেছ। আমি নিজেও নিজেকে বুঝতে পারি না। সব যেন কি রকম মনে হয়। ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছা। কেমন যেন জট পাকিয়ে যায় মাথার ভেতর। জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি বুঝতে পারি না। কিছুই বুঝতে পারি না ইরা।

ইরা

(একটু চুপ করে থেকে) তোমাকে ভারী ক্লান্ত মনে হচ্ছে কুণাল দা। চা-টা খেয়েই তুমি শুয়ে পড়ো।

কুণাল

হ্যাঁ, তাই শোবো। ভয়ানক মাথা ধরেছে।

ইরা

আমি তোমার জন্তে বালিশ আর চাদর নিয়ে আসছি।

কুণাল

কিছু দরকার নেই। ওই ব্যাগটা মাথায় দিয়েই আমি ঘুমুতে পারব।

ইরা

কী যে পাগলামো করো ঠিক নেই—(ভেতরে চলে গেল)

কুণাল

(চায়ে চুমুক দিয়ে) পাগলামো ! তাই-ই বটে। নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়। (অন্যমনস্ক) সেই শালের বন—সেই জ্যোৎস্নায় ঝিলমিলে পথ, চলেছি তো চলেইছি। পাথরের উপর আমরাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠছে কেবল। রাত ঘুমোচ্ছে, পাখিরা ঘুমোচ্ছে, বন ঘুমোচ্ছে। আমি যেন কোন স্বপ্নের যাত্রী, মনে হচ্ছে আমার চলা কোনোদিনই বুঝি শেষ হবে না! তারপর—তারপর শাদা কুয়াসার মত খানিক শূন্যতা—তারপর—(হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল) কেউ যদি টের পায় ? কেউ যদি দেখে ফেলে থাকে ? তা হলে—তা হলে—(মুখ হিংস্র হয়ে উঠল—উঠে দাঁড়ালো) তা হলে আমি দুহাতে তার গলা টিপে—(বালিশ আর চাদর নিয়ে ঢুকল ইরা) অ্যাঁ—ইরা ?

ইরা

তুমি যেন কিরকম করছ কুণালদা ! আমার ভালো লাগছে না।

কুণাল

কিছুনা—কিছুনা। কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি কিনা তাই নার্ভ-গুলো একটু উত্তেজিত হয়ে আছে। (চা-টা দু তিন চুমুকে শেষ করল) একটু বিশ্রাম করতে চাই—বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত আমি।

ইরা

(বিছানাটা পেতে দিয়ে) এই তো বিছানা করে দিয়েছি, শুয়ে পড়ো।

[কুণাল ব্যাগ খুলে একটা চাদর বের করল, তারপর সেটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল]

ইরা

ওকি—জামা খুললে না ?

কুণাল

না, জামা গায়ে না থাকলে আমার ঘুম হয় না।

ইরা

গরমে কষ্ট হবে যে। ঘরে পাখা নেই—তার ওপর আবার চাদর জড়ালে।

কুণাল

আমার অভ্যেস আছে।

ইরা

(বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো) যে কথাটা জিজ্ঞেস করব ভাবছি। হরিবল্লভ বাবুকেও চেক দিয়েছ নাকি একখানা ?

কুণাল

হরিবল্লভ কাঁচা লোক নয়। চেক ভাঙানো না হলে সে রসিদ দেয় না।

ইরা

সত্যিই কি হরিবল্লভ টাকাটা নিজেই দিয়েছে ?

কুণাল

কাকাবাবুকে তো মিথ্যে কথা বলিনি। আমি ওকে ঘোড়ার সন্ধান দিয়েছি—ও আমাকে রসিদ লিখে দিয়েছে।

ইরা

তুমি তো ঘোড়ার খবর কিছু জানো না।

কুণাল

না, আন্দাজে মুখে যা এল বলে দিলুম।

ইরা

বিশ্বাস করল ?

কুণাল

তোমাকে তো বলেইছি ইরা। পৃথিবীর সব চাইতে শয়তান লোকেরও দুর্বল জায়গা আছে একটা। সেখানে সে শিশুর মত অবোধ।

ইরা

একটুও সন্দেহ হল না লোকটার ?

কুণাল

নিঃসন্দেহ হওয়ার লোক সে নয়। কিন্তু নাস্তিকেও কেন হাত দেখায় ইরা? সামনে 'জুয়াচোর' বলে আড়ালে কেন ধর্ণা দেয় সাধুর কাছে? মানুষ ভারী আশ্চর্য জীব ইরা—সহজে তাকে বুঝতে চেয়োনা।

ইরা

কিন্তু কাজটা কি উচিত হল ?

কুণাল

উচিত অনুচিত জানিনা। একে বলতে পারো পলিসি। এখনকার মতো তো ওকে ঠেকানো গেল। সময় পেলে ওকে টাকাটা শোধ করে দিও, তা হলেই মনের কাছে তার দায় থাকবে না।

ইরা

কুণালদা—তোমাকে যে কী বলব—

কুণাল

আমাকে কিছু বলতে হবে না—কিছু বলবার ইচ্ছে হলে বোলো গোঁসাইজীকেই—(মুখ বিকৃত করে) আঃ, কী যে লাগছে শরীরটা। ক্লান্তিতে যেন ভেঙে আসতে চাইছে।

ইরা

তুমি ঘুমোও। আমি আলো নিভিয়ে চলে যাচ্ছি—(সুইচ বোর্ডের কাছে গেল)

কুণাল

(হঠাৎ ডাকল) ইরা !

ইরা

(ফিরে দাঁড়ালো) কী বলছ ?

কুণাল

ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। হাত বুলিয়ে দেবে একটুখানি? (ইরা ইতস্ততঃ করল; আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল কুণাল) থাক থাক, দরকার নেই। আমারই ভুল হয়েছিল। তুমি আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে যাও।

ইরা

তোমার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই কুণালদা। তোমাকে অবিশ্বাস করবার মত অপরাধ আমি করব না। (কুণালের মাথার পাশে এসে বসল)

কুণাল

না, না থাক। আমার সত্যিই দরকার নেই। তাছাড়া হয়তো কাকাবাবু—

ইরা

তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে। বাবার জন্যে ভেবো না। (কুণালের কপালে হাত রাখল) সেই ছেলেবেলায়—নালান্দার সেই অন্ধকার বিভীষিকার হাত থেকে, তুমি আমায় উদ্ধার করেছিলে। আজকেও তুমি আমায় যেন অতল অন্ধকার থেকে টেনে তুলছ। তোমাকে একটুখানি সেবা করতে পারা, আমারই যে ভাগ্য কুণালদা!

কুণাল

আঃ, কী ঠাণ্ডা তোমার হাত ইরা। মাথাটা জুড়িয়ে গেল।

ইরা

তুমি যে এই হীরের সন্ধানে রাতদিন ঘুরছ কুণালদা—বাড়ীতে মা বাবা কিছু বলেন না?

কুণাল

মা নেই। আজ দুবছর হল চলে গেছেন।

ইরা

বুঝেছি। মা থাকলে অন্য রকম হত।

কুণাল

সত্যি—সব অন্যরকম হত। এত ক্লান্ত হ'য়ে এমন করে আমায় ঘুরে বেড়াতে হত না। মার হাতখানা একবার কপালে পড়লে সব জ্বালা আমার জুড়িয়ে যেত। আজ তোমার এই ছোঁয়াটুকু আমার মায়ের হাতের মতোই মনে হচ্ছে। আঃ—

ইরা

তুমি কেন ঘরসংসার করলে না কুণালদা?

কুণাল

ঘর সংসার? (হাসল)

দেশে দেশে মোর ঘর আছে

আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

সারা ভারতবর্ষই আমার দেশ। তারই সন্ধানে আমি বেরিয়েছি।

ইরা

কাজকর্ম তো কিছু করলে না।

কুণাল

করতেই তো চেয়েছিলুম। সেই জিওলজিক্যাল সার্ভের চাকরি। তাইতো একদিন আবিষ্কার করলুম, একটা অতল কালো গুহার ভিতর, সেই হাজার হাজার মণিমাণিক্য জ্বলছে। অসংখ্য। তাকানো যায় না—চোখ জ্বলে যায়। শুধু উদ্ধার করাই বাকী। কিন্তু একজন কাউকেই আমি সঙ্গী পেলুম না। পেলুম না এমন কাউকে, যে শুধু নিজের স্বার্থকেই চায় না—সারা ভারতবর্ষের মানুষকে যে ভালোবাসে। (হঠাৎ) ইরা, ইরা তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

ইরা

কোথায়'

কুণাল

(আত্মগত ভাবে) সেই পাহাড়ে। রাত হয়ে গেছে, অনেক রাত। সব ঘুমিয়ে পড়েছে। পাহাড়—শালবন—ফুলেরা—সবাই। শুধু ঝিরঝির ঝুরঝুর করে ঝর্ণারা ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে চলেছে। ঝিঁঝিরা থেমে গেছে। একটা রাতজাগা পাখী পর্যন্ত কুলকুল করে উঠছে না কোথাও। সাপের মত আঁকাবাঁকা পথটা জ্যোৎস্নায় লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ কেমন একটা কুয়াশা দেখা দিল সামনে—যেন পায়ের তলা থেকে একটা রূপালী মেঘ নেমে এল। আমার ঘোড়াটা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই মেঘের ভেতর। তারপরই—

ইরা

(সেও যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেছে) তারপরই—

কুণাল

দেখলুম। দেখলুম সেই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারকে। পৃথিবী তার গোপন সম্পদ, সব যেন সেখানে মেলে রেখেছে। কিন্তু কত নীচে—সে সে যেন পাতালের গোপন মণিকোঠা! একা তো সেখানে নামা যায় না। কেউ যদি সাহায্য করত—যদি কাউকে সঙ্গী পেতুম। ইরা—যাবে তুমি? যাবে আমার সঙ্গে?

ইরা

যাব। (স্বর নামিয়ে) তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাইবে। তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে আম্যর ভয় নেই।

কুণাল

আঃ—একটা ভাবনা আমার মিটল কতদিন ধরে কারো মখ থেকে

এই কথাটা শোনবার জন্যে, আমি অপেক্ষা করে আছি। আজ অনেকদিন পরে আমি ঘুমুতে পারব—শান্তিতে ঘুমুতে পারব।

ইরা

সেই ভালো। তুমি ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

কুণাল

তুমি একটা গান শোনাবে ইরা ?· ছেলেবেলায় মা আমায় গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াত। গাইবে একটা গান ?

ইরা

গাইছি। তুমি শান্ত হয়ে ঘুমোও। (গান আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথের গান)

"আসিতে তোমার দ্বারে

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ"

[গান শেষ না হতেই গভীর ঘুমের মধ্যে শিশুর মতো ডুবে গেল কুণাল। ইরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কুণালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গভীর মমতায়। তারপর গিয়ে আলোটি নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মঞ্চ অন্ধকার। কিছুক্ষণ সময়ের বিরতি।

নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসঙ্গীতে ইরার গানের সুরটাই বেজে চলল। তারপর বাজনা থামলে খুট্‌খুট্‌ করে আওয়াজ। অন্ধকার মঞ্চ। ঘরের জানালার উপর ফোকাস পড়ল। জানালার শিক বাঁকানো। জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সেই ছেলে দুটি—যারা ঘণ্টাকর্ণ পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল। হিংস্র বীভৎসতায় জ্বলছে তাদের চোখমুখ। ট্রাউজারপরা ছোকরার হাতে ছোরা।]

থাদু

(চাপা গলায়) সেই লোকটাই তো ? ঠিক জানিস ?

হেবো

(আরো নীচু গলায়) আমি খানিক আগেই উঁকি দিয়ে দেখে গেছি। লোকটা শুয়ে আছে—বুড়োর মেয়ে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। বুঝলে খাঁদু দা, লব্ হচ্ছিল।

খাঁদু

(বিকৃত মুখে) দিচ্ছি এবার সব লব্ শেষ করে। আমি খাঁদু সাঁতরা—আমার সঙ্গে মামদোবাজী! ব্যাটা ঘুঘুই দেখেছে, শেষবার ফাঁদটাও দেখে নিক্।

[হিংস্রভাবে গুঁড়ি মেরে এগোল কুণালের বিছানার দিকে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে কুণালের ছায়া মূর্তি। খাঁদু সাঁতরা ছোরা তুলল—তারপর বসিয়ে দিল সজোরে। আর তৎক্ষণাৎ তক্তপোষের ওপাশ থেকে বিদ্যুতের মত মাথা তুলল কুণাল। মঞ্চ একটুখানি আলো হয়ে উঠল। দেখা গেল কুণাল খাঁদুর হাতখানা মুচড়ে ধরেছে।]

কুণাল

(হেসে উঠল) মানুষ খুন করার ইচ্ছে থাকলে অত সাড়া শব্দ করে আসতে নেই ব্রাদার। ও-কাজে তোমার চেয়ে পাকা লোক দরকার।

[এই ফাঁকে দরজা খুলে টেনে দৌড় দিলে হেবো। খাঁদু যন্ত্রণাবিস্ফারিত মুখে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল]

কুণাল.

বৃথা চেষ্টা বন্ধু। গায়ের জোরে পেরে উঠবে না। শোনো, তোমাকে একটা খবর দিই। কোটি কোটি টাকার গুপ্তধন আছে আমার—পাছে কেউ তার খবর পায়—এই ভয়ে আমার ভালো ঘুম হয় না—ঘরে একটু শব্দ পেলেই আমি জেগে উঠি। তোমার শিক বাঁকানোর আওয়াজ আমি পেয়েছিলুম—অন্ধকারে দেখেছিলুম তোমার হাতের ধারালো ছোরা—তাই

বালিশে চাদর জড়িয়ে তক্তপোষের পাশে তোমার জন্ত অপেক্ষা করছিলুম। শেষকালে বালিশ খুন করলে—তাও দেখলুম।

খাঁদু

(নির্বাক)

কুণাল

এবার বলো আমাকে ছোরামেরে তোমার কী লাভ হত? বলো—জবাব দাও।

খাঁদু

আপনি—আপনি কেন আমার গায়ে হাত তুলেছিলেন সকালে?

কুণাল

গায়ে হাত তুলেছিলুম? দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে দেখি। (পাশের সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললো) I see—সেই ঘণ্টাকর্ণের চ্যালা! রাগে একেবারে খুন করতে বেরিয়ে পড়েছ? মানুষের জীবনটা কি এতই সস্তা হে?

খাঁদু

লেক্চার দেবেননা স্যার। আপনি খলিফা লোক—জুৎ পেয়ে আমায় কায়দা করে ফেলেছেন। পুলিশে দিন এবার—কিন্তু ভালো কথা বলবেন না।

কুণাল

ভালো কথা শুনতে চাও না?

খাঁদু

না।

কুণাল

আমাকে খুন করতে চাও? তাতেই খুশি হবে? বেশ—আমি তোমায় নিরাশ করব না।

[খাঁদু চুপ ; কুণাল তার হাত ছেড়ে দিল। তারপর বিছানার উপর থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল তার হাতে]

কুণাল

নাও, কাজ শেষ করে ফেল। বেশি দেরী কোরো না—চট্ পট্। কেউ আবার এসে পড়তে পারে—নাও—

খাঁদু

(ছোরাটা হাতে নিয়েই ফেলে দিলে। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করলে)

কুণাল

কী হ'ল ? কাঁদছ কেন ?

খাঁদু

(কাঁদতে কাঁদতে) আমি এত খারাপ ছিলুম না স্যার—সত্যিই এত খারাপ ছিলুম না। বাবা মরে গেল---লেখা পড়া শিখতে পেলুম না---বিধবা মা লোকের বাড়ীতে ঝি হয়ে খাটতে খাটতে যক্ষ্মায় মরে গেল। একটু ওষুধ জুটল না—কেউ তাকিয়ে দেখলে না। বেয়ারাগিরি থেকে শুরু করে সব রকম চাকরির চেষ্টা করেছি—কেউ দেয়নি। সবাই কেবল ভালো ভালো কথাই শুনিয়েছে। শালার দুনিয়া আর যত ভদ্দরলোকের ওপর একেবারে ঘেন্না ধরে গেল, স্যার। শেষে এসে ভিড়লুম এদের দলে। নইলে এত খারাপ আমি ছিলুম ন'। (কান্না)

কুণাল

শোনো—

খাঁদু

শোনাবার কিছু নেই স্যার—আপনার যা খুশি করুন। পুলিসে দিন আমায়।

কুণাল

না, পুলিশে দেবনা। এখনো তোমার চোখে কান্না আছে—এখনো তোমার আশা আছে। তোমাকে পুলিশে দিয়ে সে কান্নাকে শুকিয়ে ফেলতে চাইনা আমি। শোনো আমার কথা। তোমার মতো দুঃখ অনেকেই পায়—আবার অনেকেই বুক ফুলিয়ে বলে—মানবনা, এ দুঃখকে কিছুতেই মানবনা। মরতে মরতে তারা বেঁচে ওঠে—সমস্ত দুঃখের মূল উপড়ে ফেলবার জন্যে তৈরী হয় তারা—তাদেয় হাতের মুঠোকে বজ্রের মতো কঠিন করে তোলে। পারবে না, তুমিও পারবে না?

খাঁদু

একটা কাজ—একটা কাজ যদি কোথাও পেতুম—

কুণাল

পাবে—পেতেই হবে তোমাকে। যে হাল ছাড়ে না—সে হারে না। চেষ্টা করো, পাবেই। আর হঁ্যা—তোমাকেও চুপি চুপি বলে রাখি—আমি সন্ধান পেয়েছি। কোটি কোটি টাকার হীরে—মাটির তলায় পৃথিবীর কী বিশাল—কী বিরাট ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। তুলে আনব—সব তুলে আনব। তখন সারা ভারতবর্ষের কোথাও আর একটি মানুষও বেকার থাকবে না—এতটুকুও অভাব থাকবে না (খাঁদুর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল; কুণাল বলে চলল স্বপ্নাতুরের মত) তখন আমার দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি সোনার ফসল ফলাবে—উঠবে কারখানার গান—স্বাস্থ্যবতী মায়ের বুকে সুখী শিশুর হাসি উছলে পড়বে—প্রেমের পেছনে থাকবে না ক্ষুধার কালোছায়া। অপেক্ষা করো, আর কদিন অপেক্ষা করো।

খাঁদু

সত্যি বলছেন?

কুণাল

সত্যি বলছি। সেদিন অনেক কাজ। তোমার, আমার—সকলের কাজ। পারবে না তার জন্য তৈরী হতে?

খাঁদু

পারব স্যার। কাল থেকেই তৈরী হবার চেষ্টা করব। যখন সময় হবে—এই খাঁদু সাঁতরাকে একটা ডাক দেবেন। (প্রণাম করে বেরিয়ে গেল)

কুণাল

(কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আবৃত্তি করতে লাগল :)

জানি, জানি—
এ জীবন ভরে আছে সোনার ফসলে।
এসো দলে দলে—
পূর্ণতার সেই শস্য ভরে তোলো খামারে খামারে।
বলো বারে বারে—
ভয় নয়—মৃত্যু নয়— নয় পরাজয়—
প্রাণের অমৃত-পাত্র প্রতি নিত্য উচ্ছল অক্ষয়।
বাধার প্রাচীর ভাঙো গতি হোক দুরন্ত উদ্দাম—
ফেনিল সমুদ্র এসে পদতলে করুক প্রণাম—
কালরাত্রি হোক অবসান।
সূর্যের হিরণ্য-শিখা ললাটিকা থাক দীপ্যমান!

[বলতে বলতে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল। সেই অন্ধকারে শোনা যেতে লাগল কুণালের স্বর]

বিশ্বের গোপন কেন্দ্রে যে সম্পদ নিয়ত সঞ্চিত—
কার সাধ্য করিবে বঞ্চিত
সে সঞ্চয় হতে ?
খনির তিমির-গর্ভে মশালের উজ্জ্বল আলোতে
দুঃসাহসী মানুষের দুঃখজয়ী চির-অভিযান
আমার বন্দনা লহো চিরঞ্জীব বিশ্বজিৎ প্রাণ—

[আবৃত্তির শেষাংশ হারিয়ে গেল সঙ্গীতে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে

সঙ্গীতের অনুরণন চলতে লাগল। সময় চলল। কিছুক্ষণ এই সঙ্গীত-বিরতির পর আবার ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠল রঙ্গমঞ্চ। ভোরের আভাস। দেখা গেল, কুণাল জানালার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ইরা ঢুকল]

ইরা

একি কুণাল দা—রাত্রে শোওনি নাকি ?

কুণাল

(হাসল) একজন অতিথি এসেছিল। তাইতেই সামান্য একটু ব্যাঘাত হয়েছিল ঘুমের। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলুম—কি ভাবে একটু একটু করে ভোর হয়ে আসছে। কেটে যাচ্ছে অন্ধকার, সূর্য আসছে। আমাদের এই দেশেও কবে এমন করে জীবনের সূর্য উঠবে বলতে পারো ইরা ?

ইরা

(ইরা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছোরাটা দেখতে পেল) ছোরা ! কী সর্বনাশ ! ছোরা কোত্থেকে এল ? জানালার শিকও যে বাঁকানো দেখছি ! এ সব কী কুণালদা ?

কুণাল

রাতের অতিথি উপহার দিয়ে গেছে। ছোরাটা রেখে দাও—তরকারী কুটতে কাজে লাগবে।

ইরা

হেঁয়ালী রাখো কুণালদা ! কী ভয়ানক কাণ্ড এ সমস্ত !

কুণাল

ভয় পাওয়ার আর কিছু নেই ইরা। যে খুন করতে এসেছিল সে আমার কথা দিয়ে গেছে নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করবে। আর জানো—জানো—সে

আমায় বিশ্বাস করেছে। বলেছে—যেদিন আমায় কাজের সময় আসবে সেদিন সে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

ইরা

তোমার পাগলামি রাখো। নিশ্চয়ই পাড়ার সেই ছেলেগুলো—রাগ করে তোমায় ছোরা মারতে এসেছিল। আমি বাবাকে ডাকি—(ভেতরে গেল)

কুণাল

পাগলামো ? ইরা ভাবছে—আমি পাগল! আসবে—সময় আসবে। যেদিন দেখিয়ে দেব—(দরজায় ঘা পড়ল) কে—কে ?

(বাইরে অপরিচিত কণ্ঠ—দরজা খুলুন।)

[কুণাল দরজা খুলল। ঘরে ঢুকলেন শাদা পোষাকপরা একজন ভদ্রলোক ; সঙ্গে জনতিনেক কনস্টেবল]

কুণাল

(চমকে) কাকে চাই ?

ভর্দ্রলোক

আপনাকে ?

কুণাল

আমাকে ?

ভদ্রলোক

হাঁ—আপনাকেই। আপনি কুণাল দত্ত—আপনাকে আমরা চিনেছি।

কুণাল

(উত্তেজিত) কী দরকার আমাকে দিয়ে ?

ভদ্রলোক

যেখানে যাওয়ার পথে আপনি পালিয়ে এসেছেন সেখানে নিয়ে যাব। চলুন চলুন, আর দেরী করবেন না।

কুণাল

(হঠাৎ চিৎকার করে) কী, আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন? ভেবেছেন আমি পাগল? যাবনা—কিছুতেই যাবনা আমি—

[ভদ্রলোক চোখের ইঙ্গিত করলেন; তিনজন কনস্টেবল এগোল তার দিকে]

কুণাল

সাবধান, আমি যুযুৎসু জানি। আমার গায়ে হাত দিলে—

[তিনজন কনস্টেবল একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুণালের ওপর; ধ্বস্তাধ্বস্তি।]

কুণাল

(চিৎকার) ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি। আমি যাব না—আমি পাগল নই—ছাড়ো—

[ইরা আর মাধববাবু ছুটে এলেন]

মাধব

এসব কি কাণ্ড!

ভদ্রলোক

নমস্কার। আপনাদের বিরক্ত করলুম বলে কিছু মনে করবেন না। আমি পুলিশ অফিসার। আপনাদের এই অতিথিটি পাগল। পাটনা থেকে রাঁচী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—পথে পালিয়ে আসে। (কনস্টেবলেরা তখন কুণালকে শক্ত করে ধরেছে, কুণাল চিৎকার করছেঃ আমি পাগল নই—না আমি পাগল নই--না—না—)আমরা পাটনা থেকে ইন্‌টিমেশন পেয়ে খুঁজতে থাকি। তারপর একজন ট্রাফিক্ পুলিশের কাছে খবর পাই—এমনি চেহারার একটি লোককে দুঘণ্টা সে অদ্ভুতভাবে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সেখান থেকে ট্রেস করে—

কুণাল

না—না—আমি কক্ষনো পাগল নই—

ইরা

আপনারা ভুল করছেন। উনি কখনই পাগল হতে পারেননা।

ইন্সপেক্টার

(হেসে) তাই মনে হয় বটে। এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু এঁর খুব Interesting fixation আছে। মজা দেখবেন একটা ? এই যে কুণালবাবু—শুনেছেন নাকি ? আপনার হীরের খনির খবর নাকি একটা লোক জেনে ফেলেছে ! সে বলছে হীরেগুলো তুলে নিয়ে—

কুণাল

(প্রচণ্ড উন্মত্ত চিৎকারে) কে—কে—কে—কে ? আমি তাকে খুন করব ! এক্ষুনি খুন করব, দুহাতে তার গলা টিপে মারব—

ইরা

কুণালদা—কুণালদা—

কুণাল

কে—কে কুণালদা ? তোমরা সবাই—তোমরা সবাই চক্রান্ত করেছ। আমার সব হীরে তোমরা লুট করে নেবে। খুন করব—

[ইন্সপেক্টরের চোখের ইঙ্গিতে ওরা কুণালকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে তার চিৎকার : খুন—খুন করব ! ইরা ও মাধববাবু স্তব্ধ]

ইন্সপেক্টর

দেখলেন তো ? ভারী ট্র্যাজিক। জিয়োলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরী করতেন ছোটনাগপুরে। সেই সময় মাথায় ঢোকে কী করে ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করা যায়। দিনরাত প্ল্যান, প্রোগ্রাম,

স্ট্যাটিস্টিক্স। একদিন জ্যোৎস্নারাতে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন—হঠাৎ ঘোড়াশুদ্ধ একটা খাদের মধ্যে পড়েন। ঘোড়াটা মারা যায়। কুণালবাবু প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু সেই "শকে"—! ভারী দুঃখের ব্যাপার—Very sad story! আপনাদের বোধ হয় খুব বিব্রত করেছেন?

[ইরা মাধববাবু নির্বাক]

ইন্সপেক্টর

আচ্ছা নমস্কার—(বেরিয়ে গেলেন।)

[স্তব্ধতা। একবার কুণালের চিৎকার উঠল "কে সে? কোথায় সে? তাকে আমি খুন করব—" পুলিশ ভ্যানের আওয়াজ। গাড়ীটা চলে গেল। ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে উচ্ছ্বসিত কান্নায় কুণালের বিছানার উপর ভেঙে পড়ল ইরা]

ইরা

(রুদ্ধ স্বরে) সত্যি সত্যিই কে পাগল বাবা? কুণালদা, না—আমরা সবাই?

[মাধব তার মাথায় হাত রাখলেন। ইরা কেঁদে চলল—]

—য ব নি কা—